নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের

দশ বছর (জুলাই, ২০২৫-জুন, ২০৩৫) মেয়াদী কৌশলপত্র

জুলাই, ২০২৫

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দশ বছর (জুলাই, ২০২৫-জুন, ২০৩৫) মেয়াদী কৌশলপত্র

প্রকাশনাকাল: জুলাই, ২০২৫

কৌশলগত দিক নির্দেশনা:
১। জনাব আদিলুর রহমান খান, মাননীয় উপদেষ্টা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
২। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব মহোদয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৩। জনাব শাকিলা জেরিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন-২ অনুবিভাগ), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৪। জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ-১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সার্বিক পরিকল্পনা:
১। জনাব মো: মাহমুদ আলী, পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নকারী:
১। জনাব আজমেরী আশরাফী, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদনা সহায়তা:
১। জনাব মোহসিনাত নাসরিন, প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৮২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট- www.udd.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
১.০.	ভূমিকা	১
২.০.	কৌশলপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য	২
৩.০.	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২
৪.০.	বাংলাদেশে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন চর্চা	৩-৮
	৪.১ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত স্থানিক পরিকল্পনা	৪
	৪.২. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা	৭
	৪.৩. ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা (Land-use Plan) প্রণয়ন পদ্ধতির সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সম্পৃক্ততা	৮
৫.০.	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন (চলমান) স্থানিক পরিকল্পনা প্রকল্পসমূহ	৯-১০
৬.০.	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত এবং চলমান মাস্টারপ্ল্যানসমূহ	১১-১৩
৭.০.	স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সাথে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমন্বয় প্রক্রিয়া	১৪
৮.০.	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত পরিকল্পনাসমূহ	১৪-২৮
	৮.১. কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়	১৫
৯.০.	কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ	২৯
১০.০.	চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় গৃহীতব্য পদক্ষেপ	৩০
১১.০.	কৌশলপত্র বাস্তবায়নে আর্থিক সংশ্লেষ	৩৪
১২.০.	কৌশলপত্র বাস্তবায়ন পরবর্তী সম্ভাব্য সুফল সমূহ	৩৬
১৩.০.	উপসংহার	৩৭

১.০ ভূমিকা:

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুত নগরায়ন দেশসমূহের অন্যতম। বর্তমানে দেশের প্রায় ৩৮ শতাংশ মানুষ শহরাঞ্চলে বসবাস করে (BBS, ২০২২), যেখানে ১৯৭৪ সালে এই হার ছিল মাত্র ৮ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের নগর জনসংখ্যা ৫৫ শতাংশে পৌঁছাবে। এই পরিসংখ্যান নগরায়নের দ্রুত প্রসারের একটি সুস্পষ্ট প্রতিফলন। বিশ্বব্যাপী নগরায়নকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের কারণে মানুষ ক্রমাগত শহরমুখী হচ্ছে, যার প্রতিফলন দেখা যায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর মতো প্রধান নগরগুলোতে, যেখানে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা খাত উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছে। তবে এই দ্রুত নগরায়নের প্রভাব শুধু অর্থনৈতিক নয়; এটি জনসংখ্যার ঘনত্ব, পরিবেশ এবং অবকাঠামোর উপর গভীর ও বহুমুখী প্রভাব ফেলছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নগরায়ন যথাযথ পরিকল্পনা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার অভাবে হচ্ছে, ফলে বাড়ছে সামাজিক বৈষম্য, পরিবেশগত ঝুঁকি এবং টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা।

বর্তমানে নগরায়নের পেছনে অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, খরা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে অনেকেই তাদের আবাসস্থল হারিয়ে শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন, যার ফলে "জলবায়ু অভিবাসন" নামক একটি নতুন বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা যেমন খুলনা, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী, ভোলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঘূর্ণিঝড় সংবেদনশীল। একইভাবে, দেশের উত্তরাঞ্চলে (রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর) তাপপ্রবাহ ও শৈত্যপ্রবাহ এবং নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে (যেমন: কুড়িগ্রাম, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, শরীয়তপুর) নদীভাঙন, বন্যা ও লবণাক্ততার ঝুঁকি রয়েছে। এসব অঞ্চলগুলোতে বায়ু দূষণ, জলাবদ্ধতা এবং সংবেদনশীল অবকাঠামো, জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে মৃত্যুবরণ করে, যা বাংলাদেশেও উচ্চ হারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। জনসংখ্যা বিবেচনায় ঢাকার ১২ শতাংশ এলাকায় জলাশয় থাকা প্রয়োজন হলেও বাস্তবে তা মাত্র ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এই বাস্তবতায়, একটি সুষম ও টেকসই নগর ভবিষ্যৎ নিশ্চিতে দ্রুত কার্যকর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য।

ভূমি-জনসংখ্যা অনুপাত (Land Man Ratio) হিসেব করা হলে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশে এই হার অনেক বেশি। অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে দেশের বনভূমি ও কৃষিজমি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কৃষি শুমারি, ২০১৯ অনুসারে অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে প্রতি বছর প্রায় ০.১৯% কৃষিজমি সংকুচিত হচ্ছে। নগরের উপর জনচাপ হ্রাস করতে এবং বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কৌশলগত স্থানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ধারিত এলাকা, শিল্প ও আবাসিক জোনের পৃথকীকরণ এবং পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিজমি ও জলাশয় সংরক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব।

ইতোপূর্বে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের বিভিন্ন জেলার নগর এলাকা ও উপজেলা পর্যায়ে বিক্ষিপ্তভাবে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হতো। যেমন, "Development Plan for Fourteen Upazilas, 2018–2038" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর সদর, গাংনী, বাগমারা, সোনাতলা, সাঘাটা, সারিয়াকান্দি, রামু, রাঙ্গুনিয়া, ঈশ্বরগঞ্জ, রায়পুরা, শিবপুর, দোহার, নওয়াবগঞ্জ ও শিবচর উপজেলার জন্য স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে "নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের আওতায় মাগুরা জেলার তিনটি উপজেলা (মাগুরা সদর, মহম্মদপুর ও শালিখা), চাঁদপুর জেলার দুটি উপজেলা (হাজীগঞ্জ ও শাহরাস্তি), সুনামগঞ্জ জেলার দুটি উপজেলা (জগন্নাথপুর ও শান্তিগঞ্জ), জামালপুর জেলার দুটি উপজেলা (দেওয়ানগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ), এবং লালমনিরহাট জেলার একটি উপজেলা (লালমনিরহাট সদর) নিয়ে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া "বারটি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার ফুলতলা ও ডুমুরিয়া, ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর ও কাঠালিয়া, রাজবাড়ী জেলার পাংশা, কালুখালী ও বালিয়াকান্দি, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ,

নরসিংদী জেলার পলাশ ও নরসিংদী সদর, এবং ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা ও ফুলপুর উপজেলার জন্য স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তবে উল্লেখযোগ্য যে, শুধুমাত্র একটি বা দুটি উপজেলার জন্য স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় সংশ্লিষ্ট জেলার দুর্যোগ-ঝুঁকি, জলবায়ুগত সমস্যা, অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য, এবং অবকাঠামোগত স্বতন্ত্রতা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। ফলে স্থানীয় স্তরে প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনা বৃহত্তর জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে সমন্বয় ঘটাতে ব্যর্থ হয় এবং স্থানিক পরিকল্পনার পূর্ণ সুফল পাওয়া সম্ভব হয় না। এই সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করে দেশের টেকসই এবং সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশকে পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে একটি মধ্যমেয়াদি (১০ বছর মেয়াদি) কৌশলপত্র প্রণয়ন করা অপরিহার্য। এ কৌশলপত্র অনুসারে ২০৩৫ সালের মধ্যে ২টি পর্যায়ে সমগ্র দেশের জন্য জেলা ভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

'কৌশলগত পরিকল্পনা' পদ্ধতিটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি, বিশেষ করে বন্যা ও জলাবদ্ধতা মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা SDG-11 (টেকসই নগরায়ন ও সমাজ), অর্জনে সহায়ক হবে। পরিকল্পিত নগর অবকাঠামো, পরিবেশবান্ধব নগরায়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনঃব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করে এই পরিকল্পনা নগর জীবনকে আরও বাসযোগ্য করে তুলবে। ফলে, একটি দক্ষ নগর অর্থনীতির বিকাশের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে এই কৌশল কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। সর্বোপরি, এই কৌশলগত পরিকল্পনার যথাযথ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে "থ্রি জিরো" তত্ত্ব - শূণ্য দারিদ্র্য, শূণ্য বর্জ্য, এবং শূণ্য বেকারত্ব - অর্জনের পথ সুগম হবে, যা বাংলাদেশের টেকসই ও জলবায়ু সংবেদনশীল উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.০ কৌশলপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য:

সম্পদের সুষম বণ্টন, পরিবেশ সংরক্ষণ, এবং জনকল্যাণমূলক অবকাঠামো উন্নয়ন ও টেকসই নগরায়ন নিশ্চিত করতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক মধ্যমেয়াদি (জুলাই, ২০২৫ থেকে জুন, ২০৩৫) এ কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কৌশলপত্রটির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

১) প্রতিটি জেলা ও উপজেলার ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২) পরিবেশ ও কৃষিজমি সুরক্ষা, জলবায়ু সংবেদনশীল, এবং জলাশয় সংরক্ষণে যথাযথ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৩) দুর্যোগ সংবেদনশীল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক ও অন্যান্য ব্যবহারের এলাকা পৃথকীকরণ এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

৪) পরিকল্পিত নগরায়ন, আধুনিক নাগরিক সেবা প্রদান এবং সৃজনশীল প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে শহরমুখী জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ করা।

৫) দেশের সীমানা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন অর্থনৈতিক করিডোর, নিরাপত্তা, সড়ক, রেল, জলপথ ইত্যাদিতে সংযোগ স্থাপনের জন্য স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

৩.০ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

পরিকল্পিত নগরায়ন ও জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সালের ৫ই জুলাই এক সরকারী আদেশের মাধ্যমে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ছোট, বড়, মাঝারি শহর, নগর বন্দর ও শিল্প এলাকা সমূহের ল্যান্ড ইউজ/মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে শহর এলাকার ভুমির পরিকল্পিত ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে যা অত্র এলাকা সমূহের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান রাখছে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision) হলো “পরিকল্পিত বাংলাদেশ” - একটি সুসংহত, সুষম, বাসযোগ্য ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে গড়ে তোলা একটি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ, যেখানে নগর ও অঞ্চলগুলো থাকবে সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত। এই রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অভিলক্ষ্য (Mission) হলো দুর্যোগ ঝুঁকি ও পরিবেশগত বিবেচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে, অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিচালনা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করা, যাতে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থিতিশীল আবাসন ও বসতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের (Urban Development Directorate) প্রধান কার্যাবলী সমূহ হচ্ছে:

ক) নগরায়ন, নগর এলাকার ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার এবং ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;

খ) ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীসহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধিক্ষেত্র বহির্ভুত দেশের অন্যান্য নগর এলাকায় মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন, এলাকাভিত্তিক বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার নকশা ও অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;

গ) নগরায়নের প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক, ভৌত পরিকল্পনা, নগরায়ন ও মানববসতি বিষয় নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা এবং এসব বিষয়ের ওপর পরিচালিত গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বিশ্লেষণসমূহ প্রকাশনার মাধ্যমে প্রচার করা;

ঘ) পরিকল্পিত নগরায়নের জন্য কর্মসূচী/প্রকল্প তৈরি করা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেক্টর ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সঠিক স্থান নির্ধারণে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করা।

ঙ) ভৌত পরিকল্পনা ও মানব বসতি বিষয়ে আন্তর্জাতিক কারিগরি সহায়তা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান ও ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করা।

চ) সরকারের অথবা সরকারের অনুমোদিত যেকোনো সংস্থা থেকে প্রস্তাবিত কর্মসূচি/প্রকল্প ও পরিকল্পনাসমূহের অনুমোদন নিশ্চিত করা এবং উক্ত কর্মসূচি/প্রকল্প ও পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট সংগ্রহ করা।

৪.০ বাংলাদেশে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন চর্চা:

নগরের টেকসই ও রেজিলিয়েন্ট উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিশ্বব্যাপী তিন স্তরের স্থানিক পরিকল্পনা (Spatial Plan) প্রণয়নের রীতি অনুসরণ করা হয়, যেমন: (ক) জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা (National Spatial Plan), (খ) আঞ্চলিক পরিকল্পনা (Regional Plan), এবং (গ) স্থানীয় পর্যায়ে কৌশলগত পরিকল্পনা বা সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান। তবে অদ্যাবধি বাংলাদেশের জন্য জাতীয় পর্যায়ের কোনো স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি, যা বড় ধরনের পরিকল্পনাগত শূণ্যতা সৃষ্টি করেছে। বিশ্বজুড়ে জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ২০২২ সালে কানাডার মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত COP-15-এ গৃহীত Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework-এর টার্গেট ১-এ বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিটি দেশকে একটি Biodiversity Inclusive Spatial Plan প্রণয়ন করতে হবে। এই বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির কারণে, বাংলাদেশে একটি Biodiversity Inclusive National Spatial Plan প্রণয়নের লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত পরিকল্পনায় কৃষি জমি ও জলাভূমি সুরক্ষায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা (Land-use Plan), জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এছাড়া, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ইতোমধ্যে কিছু আঞ্চলিক পরিকল্পনা (Regional Plan) প্রণয়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। যেমন: “পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ-পর্যটনভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর স্থানীয় পর্যায়ে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ করে যাচ্ছে, যা দেশের টেকসই উন্নয়নের পথে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। স্থানিক পরিকল্পনার বিভিন্ন

ধাপের মূল লক্ষ্য হলো - ভূমির সুষম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা, কৃষি জমি ও জলাভূমি সংরক্ষণ, পরিবেশ সুরক্ষা, এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ প্রাথমিক নাগরিক সেবা সহজলভ্য করা। তবে লক্ষ্যণীয় যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়াও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এলজিইডি পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও উপজেলা পর্যায়ে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে উপজেলা ভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান/ স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে এলজিইডি এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের গৃহীত প্রধান ও উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

৪.১ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত স্থানিক পরিকল্পনা:

স্বাধীনতা পূর্ব তৎকালীন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা ছাড়া দেশে বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে এমন সকল শহরের (Urban Centers) রিজিওনাল প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান, ডিটেইল্ড লে-আউট প্ল্যান ও সাইট প্ল্যান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে Work, Power and Irrigation Department-এর আওতায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই এ অধিদপ্তর দেশের নগরায়ন এবং ভূমির সঠিক ব্যবহারের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে নগর ও গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য দীর্ঘমেয়াদি (২০ বছর) এবং সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, রাজশাহীসহ মোট ২৫টি শহরের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এছাড়া স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এ অধিদপ্তর বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের জন্য সাব-ডিভিশনাল প্ল্যান প্রণয়ন, বগুড়া, সিলেট, মিরপুর ইত্যাদি এলাকার স্যাটেলাইট টাউনশিপ প্ল্যান প্রণয়ন এবং শের-ই-বাংলা নগরের মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নে Louis I Kahn ও Henry N. Wilcots এর সাথে আলোচনা ও এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং আরবান প্ল্যানিং স্কিম (প্রথম পর্যায়) এর আওতায় ২০টি বিদ্যমান আরবান সেন্টার এর পরিকল্পনা প্রণয়ন (যেমনঃ রুপগঞ্জ, খুলনা ইত্যাদি) কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের 'Allocation of Functions' এর আলোকে এ অধিদপ্তর দেশের ছোট, বড় ও মাঝারি শহর, নগর বন্দর এবং পল্লী এলাকা সমূহের ল্যান্ড ইউজ/মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে শহর ও অঞ্চলের জন্য পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নকশা ও অঞ্চলভিত্তিক প্ল্যান প্রণয়ন ও উন্নয়ন সমন্বয় সাধন করে আসছে, যা অত্র এলাকা সমূহের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান রাখছে। সে ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ন্যাশনাল ফিজিক্যাল প্ল্যানিং ফেজ-২ এর আওতায় ৩৯২ টি উপজেলা এবং ৫০ টি জেলা শহরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে। যার উপর ভিত্তি করে তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের ৩৯২টি উপজেলা শহর গড়ে উঠেছে।

এছাড়া ১৯৯৯ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত এ অধিদপ্তর নিজস্ব জনবল ব্যবহার করে ১৭ টি উপজেলার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। এরপর ২০০৯ সালে ময়মনসিংহ মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দুর্যোগ সংবেদনশীলতা ও বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় শুরু করে। সাম্প্রতিক সময়ে সম্পাদিত নিম্নোক্ত ৮ টি প্রকল্পের আওতায় ২৫ টি সম্পূর্ণ এবং ১০ টি উপজেলার আংশিক স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের মোট এলাকার ৬.৭ শতাংশ (ম্যাপ-১)। ইতোমধ্যে ১৯টি উপজেলার জন্য প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ছক-১: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনা সমূহ:

নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	উপজেলা
১।	Structure Plan, Urban Area Plan and Detailed Area Plan for Barishal and Sylhet Divisional Town, 2010-2030	বরিশাল সদর, সিলেট সদর (সিটি কর্পোরেশন ও পাশ্ববর্তী এলাকা)
২।	Development Plan of Cox'Bazar Town and Sea-beach upto Taknaf, 2011-2031	কক্সবাজার সদর, মহেশখালী ও টেকনাফ
৩।	Development Plan and Action Plan for Madaripur and Rajoir Upazila, 2015-2037	মাদারীপুর, রাজৈর

নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	উপজেলা
৪।	Development Plan for Benapole-Jessore Highway Corridor, 2017-2037	যশোর, ঝিকরগাছা, শার্শা (আংশিক)
৫।	Mymensingh Strategic Development Plan (MSDP) 2011-2031	ময়মনসিংহ সদর, ঈশ্বরগঞ্জ (আংশিক)
৬।	Development Plan for 14 Upazila, 2018-2038	ফরিদপুর, গাংনী, বাগমারা, সোনাতলা, সাঘাটা, সারিয়াকান্দি, রামু, রাঙ্গুনিয়া, ঈশ্বরগঞ্জ, রায়পুরা, শিবপুর, দোহার, নওয়াবগঞ্জ, শিবচর
৭।	চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা: সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পৃক্তকরণ, ২০১৭-২০৩৭	মীরসরাই
৮।	পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ-পর্যটনভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা	আমতলী, তালতলী, কলাপাড়া, বরগুনা সদর, পাথরঘাটা, রাঙ্গাবালী, গলাচিপা
মোট	**৮ টি প্রকল্প**	**৩৫ টি উপজেলা**

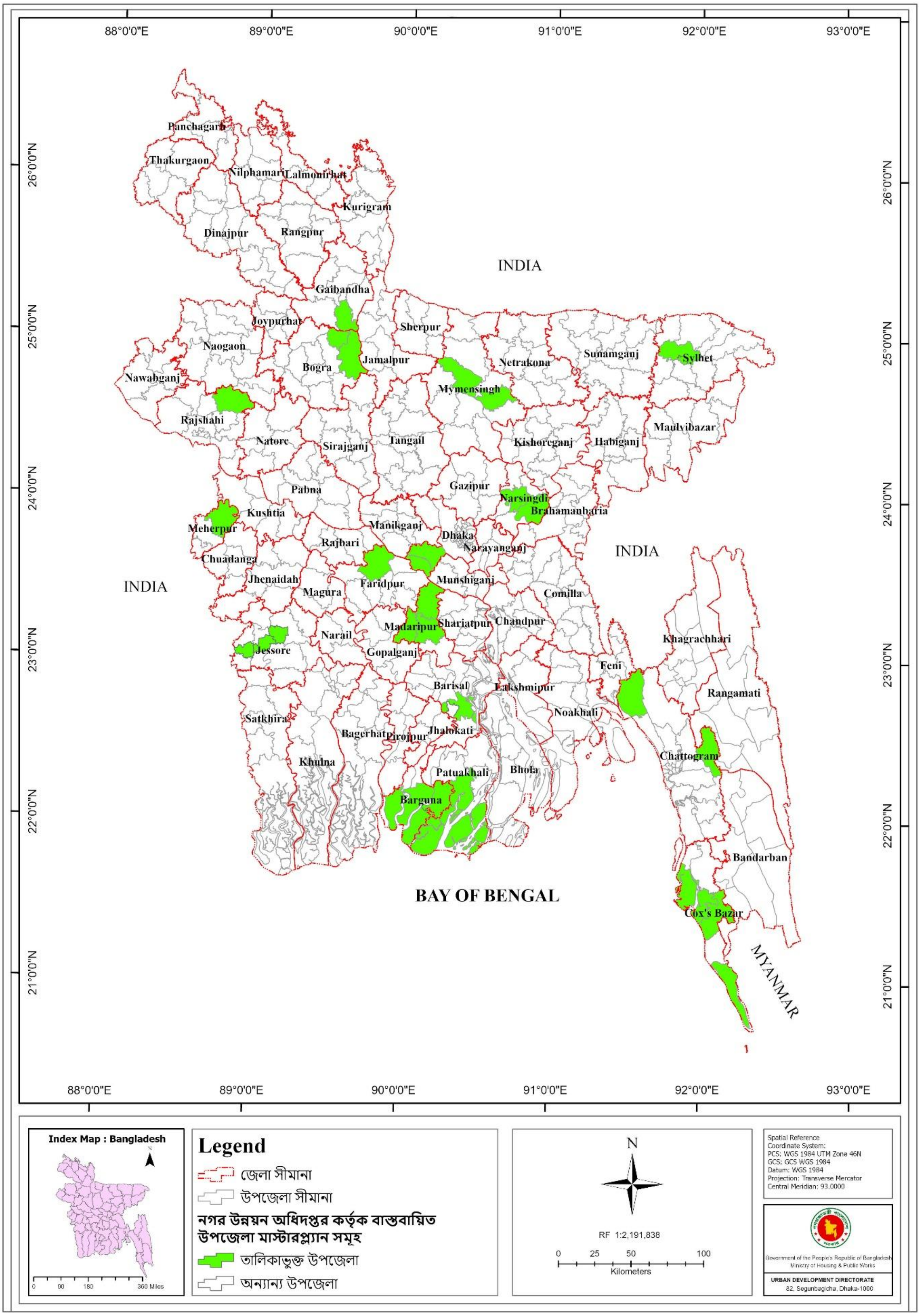

ম্যাপ-১: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পিত এলাকা

৪.২ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা:

১৯৮৪ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ বাংলাদেশের উপজেলাভিত্তিক নগর উন্নয়নের একটি মাইলফলক। এ সময় এ অধিদপ্তর "ন্যাশনাল ফিজিক্যাল প্ল্যানিং ফেজ-২" কর্মসূচির আওতায় ৩৯২টি উপজেলা শহর এবং ৫০টি জেলা শহরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক কাঠামোকে বিকেন্দ্রীকরণ করে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এবং প্রতিটি শহরের পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করা। যা জেলা ও উপজেলা শহরগুলির উন্নয়নে একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে, যেমন: বর্ণিত জেলা ও উপজেলা স্থানিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানকার প্রধান সড়ক, প্রশাসনিক ভবন এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহ গড়ে উঠেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে এই স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ হালনাগাদ এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ইতঃপূর্বে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত স্থানিক পরিকল্পনাসমূহে প্রস্তাবিত গাইডলাইন অনুসারে বিভিন্ন জেলায় উপশহর, জেলা-উপজেলা কমপ্লেক্স, রাস্তাঘাটসহ উপজেলা গ্রোথ সেন্টারগুলো স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম উদাহরণ হলো ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরের মাস্টারপ্ল্যান, এ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপনের লক্ষ্যে ১২২৪.৮১ লক্ষ্য টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে (চিত্র - ১)।

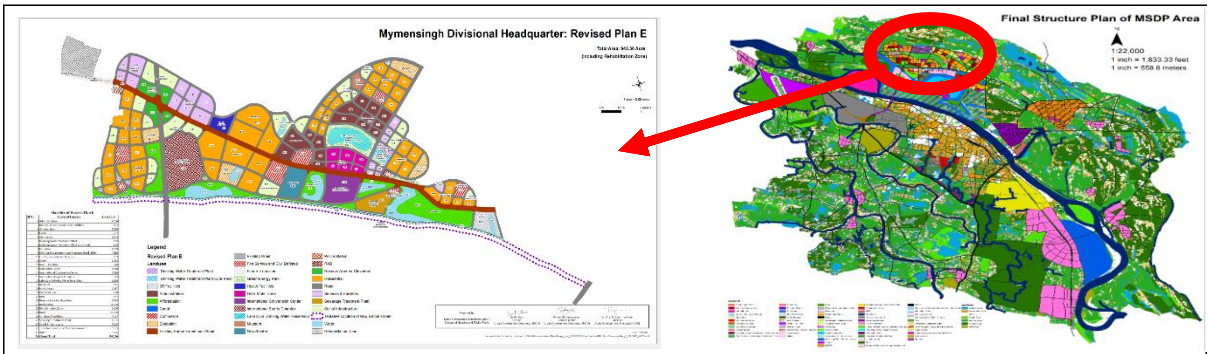

চিত্র-১: ময়মনসিংহ মাস্টারপ্ল্যানের উপর ভিত্তি করে বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপন কার্যক্রম

এছাড়া, এ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত মীরসরাই উপজেলা স্থানিক পরিকল্পনার প্রস্তাবনা অনুসারে মীরসরাই অর্থনৈতিক জোনের সাথে চট্টগ্রাম মহাসড়কের ৮ লেন বিশিষ্ট সংযোগ রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। পাশাপাশি মীরসরাই অর্থনৈতিক জোনের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে চারটি সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্যও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সড়ক চারটি হলো - জোরারগঞ্জ থেকে আজমপুর সড়ক (৪০ মিটার), মিঠাছাড়া বাজার থেকে ইছাক ড্রাইভার সড়ক (৪০ মিটার), মারুফ মডেল স্কুল সড়ক (৪০ মিটার) এবং রেল সংযোগ ও হাদি ফকিরহাট থেকে ভোরের বাজার সড়ক (৪০ মিটার) (চিত্র - ২)।

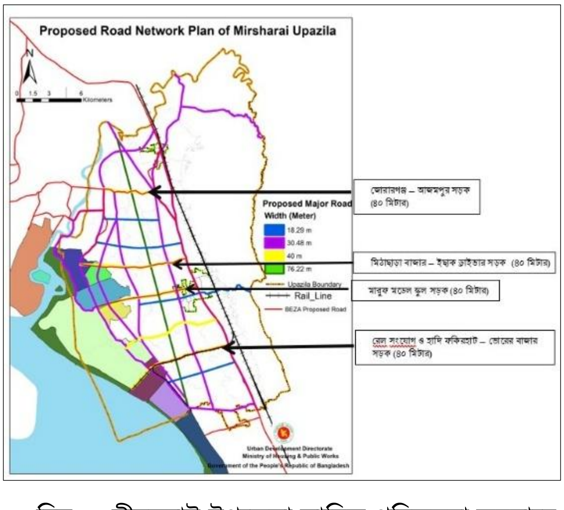

চিত্র-২: মীরসরাই উপজেলা স্থানিক পরিকল্পনা অনুসারে সড়ক নির্মাণ প্রকল্প

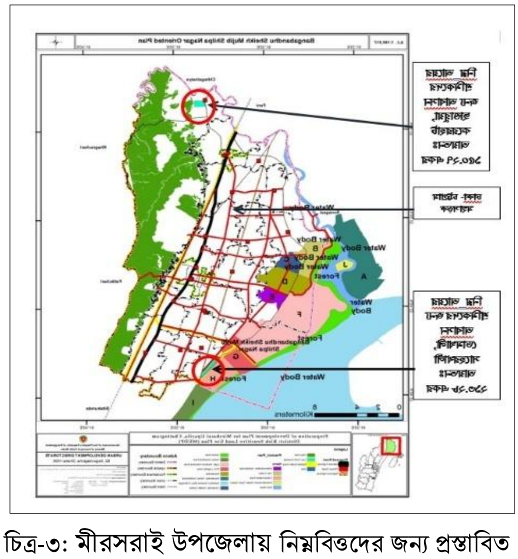

চিত্র-৩: মীরসরাই উপজেলায় নিম্নবিত্তদের জন্য প্রস্তাবিত আবাসন প্রকল্প

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের মীরসরাই উপজেলার স্থানিক পরিকল্পনার সুপারিশ অনুসারেই মীরসরাই উপজেলার ছান্ডারুয়া ও করেরহাট এলাকায় প্রায় ১৫০ একর এবং ডোমখালী ও সাহেরখালীতে ২১৩.২৮ একর জমিতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের জন্য আবাসন গড়ে তোলার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে (চিত্র-৩)।

৪.৩ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা (Land-use Plan) প্রণয়ন পদ্ধতির সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সম্পৃক্ততা:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার কার্যকর সমন্বয় নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে জনজীবন ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে। এ প্রেক্ষাপটে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশে প্রথমবারের মতো ২০১১ সালে ময়মনসিংহ স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় দুর্যোগ সংবেদনশীলতা অন্তর্ভুক্ত করে একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই অগ্রণী উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় এ অধিদপ্তর পরবর্তী সময়ে আরও ৮টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৫টি উপজেলার জন্য দুর্যোগ সংবেদনশীল স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে (ছক-১)।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দুর্যোগ সংবেদনশীল স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার প্রাথমিক ধাপে সংশ্লিষ্ট উপজেলার ভূতাত্ত্বিক (Geological), জল-ভূতাত্ত্বিক (Hydrogeological) এবং ভূমিকম্পপ্রবণতার (Earthquake Vulnerability) মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ যেমন ভূমিকম্প, বন্যা বা উপকূলীয় ঝুঁকির আওতাধীন এলাকা চিহ্নিত করা হয়। এসব তথ্যের ভিত্তিতে জোনিং নীতিমালা প্রয়োগ করে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত করা হয়, যা ভবিষ্যৎ দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখে (চিত্র-৪)। এই ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আগাম প্রস্তুতির সুযোগ তৈরি করে।

এছাড়া, পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সড়ক, হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্রসহ জরুরি অবকাঠামোর কৌশলগত অবস্থান নির্ধারণ করা হয়, যা দুর্যোগকালে দ্রুত ও সমন্বিত প্রতিক্রিয়া (Emergency Response) প্রদান নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। ফলে এই পরিকল্পনাগুলো শুধু দুর্যোগ-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি লাঘবে নয়, বরং একটি সহনশীল ও টেকসই নগর ও অঞ্চল উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

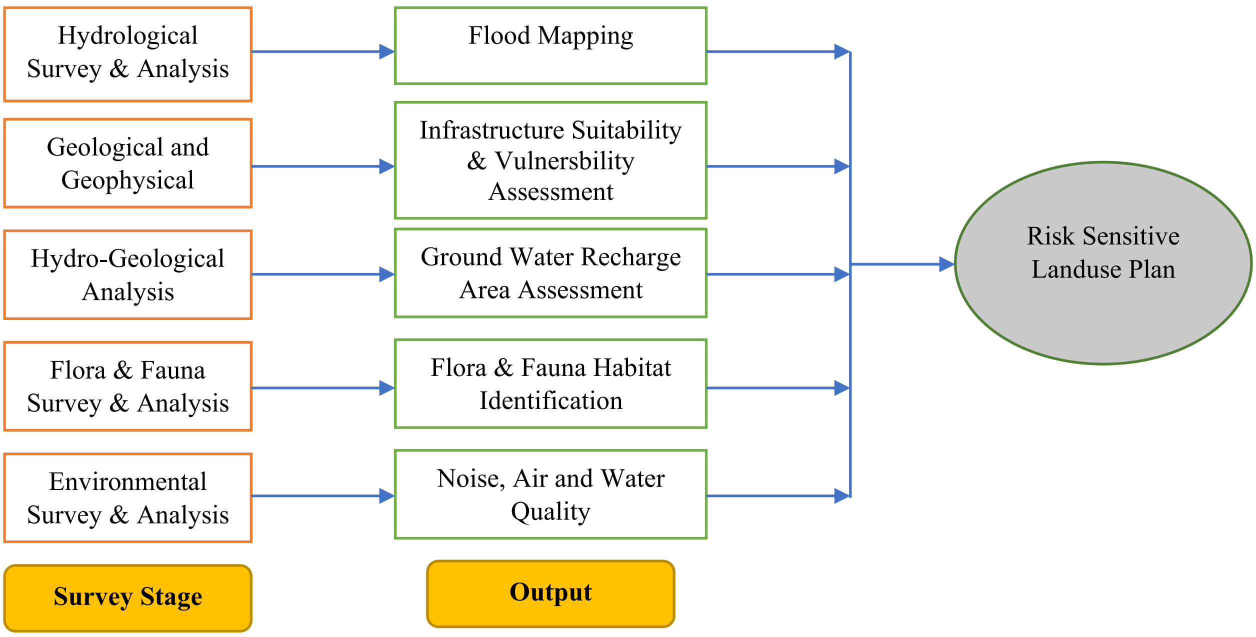

চিত্র- ৪: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পৃক্তকরণ পদ্ধতি

৫.০ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন (চলমান) স্থানিক পরিকল্পনা প্রকল্পসমূহ:

বর্তমানে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর বাংলাদেশের ৬.৭% (৩৪টি উপজেলা, ৯৮৮১ বর্গকিলোমিটার) এলাকার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে। ছক-২ এ তালিকাভুক্ত চলমান ৫টি প্রকল্প সম্পন্ন হলে দেশের আরও ৪.৩৮% এলাকার (২৭টি উপজেলা, ৬৪৬৫.০৬ বর্গকিলোমিটার) জন্য স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্পন্ন হবে। এতে করে ২০২৭ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ১১% এলাকা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার আওতাভুক্ত হবে, যা টেকসই এবং সুষম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ছক-২: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত চলমান মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্প এলাকা

নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা (উপজেলা)	সমাপ্তির সময়
১।	নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প (সংশোধিত ১০ উপজেলা)	হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি, লালমনিরহাট, জগন্নাথপুর, শান্তিগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, বকশীগঞ্জ, মহম্মদপুর, শালিখা ও মাগুরা সদর	ডিসেম্বর, ২০২৪
২।	পিরোজপুর জেলার তিনটি উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	পিরোজপুর সদর, নেছারাবাদ ও নাজিরপুর	২০২৬
৩।	মেহেরপুর জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রকল্প	মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী	২০২৬
৪।	প্রিপারেশন অব রিস্ক সেনসিটিভ ডাটাবেজ ফর কোর এরিয়া অব রংপুর এন্ড সিলেট ডিস্ট্রিক্ট টাউন	রংপুর, সিলেট	২০২৫ (সমাপ্ত)
৫।	বারটি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	ফুলতলা, ডুমুরিয়া, রাজাপুর, কাঠালিয়া, পাংশা, কালুখালী, বালিয়াকান্দি, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশ, নরসিংদী সদর, তারাকান্দা, ফুলপুর	২০২৬
মোট =	**৫ টি প্রকল্প**	**২৭ টি উপজেলা**	**-**

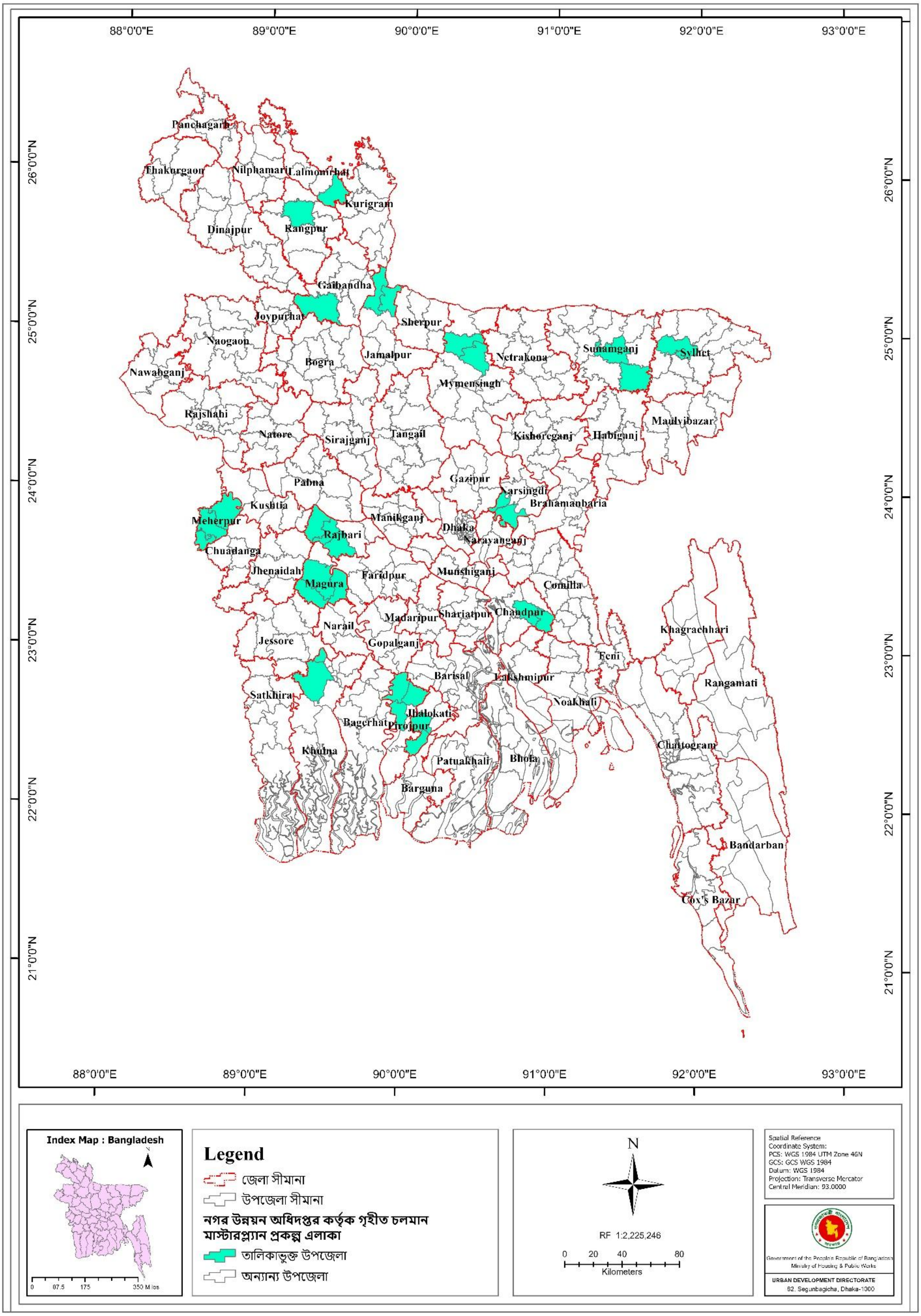

ম্যাপ-২: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণয়নাধীন পরিকল্পিত এলাকা।

৬.০ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত এবং চলমান মাস্টারপ্ল্যানসমূহ:

২০০০ সালের পর থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের টেকসই ও সুপরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে আসছে। এসব মাস্টারপ্ল্যানে শিশুদের জন্য খেলার মাঠ, সুনির্দিষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এলাকা, পরিকল্পিত আবাসন, সড়ক নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য মৌলিক অবকাঠামোগত উপাদানের স্থানিক বণ্টন ও উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়। এর মাধ্যমে নগরবাসীর জীবনমান উন্নয়ন এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। গত দেড় দশকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২৫৬টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনসহ মোট ২৫৮টি অবকাঠামো উন্নয়ন মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে এই বিপুল সংখ্যক পরিকল্পনার মধ্যে মাত্র ৬টি মাস্টারপ্ল্যান সরকারিভাবে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে, যা বাস্তবায়নের আইনি কাঠামোকে দুর্বল করে তোলে। গেজেটভুক্ত মাস্টারপ্ল্যানসমূহ হলো: (১) কুয়াকাটা, (২) টুংগীপাড়া, (৩) কোটালিপাড়া, (৪) টাঙ্গাইল, (৫) মাধবপুর এবং (৬) কিশোরগঞ্জ (ম্যাপ-৩)। মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো উন্নয়ন কার্যক্রমে দিকনির্দেশনা প্রদান এবং স্থানিক সুসমন্বয় নিশ্চিত করা কিন্তু গেজেট প্রকাশ ব্যতীত এসব পরিকল্পনা প্রয়োগযোগ্য হয় না, যার ফলে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়। যেহেতু স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত মাষ্টারপ্ল্যানসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গেজেটভুক্ত না হওয়ায় পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন এবং টেকসই নগরায়ণের পথে কার্যকর অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়না।

ছক-৩: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত মাস্টারপ্ল্যান সমূহ:

ক্রমিক নং	**প্রকল্পের নাম**	**পৌরসভার সংখ্যা**	**সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা**	**গেজেটভুক্ত মাস্টারপ্ল্যানের সংখ্যা**
১।	জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২২ টি	২ টি	৬ টি (কুয়াকাটা, টুংগীপাড়া, কোটালিপাড়া. টাঙ্গাইল, মাধবপুর এবং কিশোরগঞ্জ)
২।	উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২১৫ টি	-	
৩।	দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প	১ টি	-	
৪।	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প	১৬ টি	-	
৫।	ভোলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১ টি	-	
মোট =		**২৫৬ টি**	**২টি**	**৬ টি**

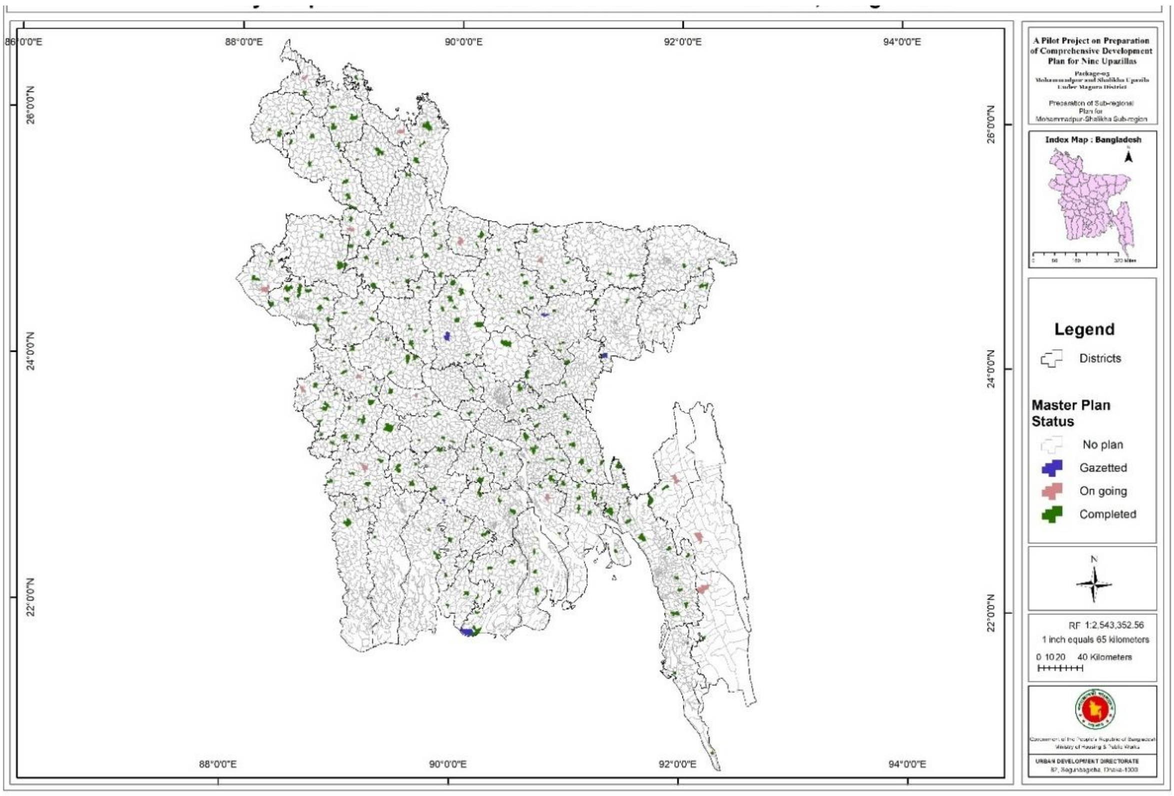

ম্যাপ-৩: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্প এলাকা

২০১৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত Rules of Business-এ সংশ্লিষ্ট বিভাগকে উপজেলা, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন, অনুমোদন এবং সরকারি গেজেটের মাধ্যমে তা প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এ সিদ্ধান্তের আলোকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন উপজেলায় মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর মোট ২২টি উপজেলার জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে গ্রামীণ উন্নয়নকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে ১০টি উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্বে প্রণীত ৪টি মাস্টারপ্ল্যান পুন:মূল্যায়নের (রিভিউ) কার্যক্রমও এই উদ্যোগের আওতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (ছক-৪ ও ম্যাপ-৪)।

ছক-৪: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও গৃহীত উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান সমূহ।

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	LGED কর্তৃক চলমান মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্পসমূহ		LGED কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের আওতায় প্রণীতব্য উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান
			নতুনভাবে প্রণীত	UDD কর্তৃক প্রণীত মাস্টারপ্ল্যান রিভিউ	
১।	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	-	-
		ঢাকা	-	নবাবগঞ্জ	-
		নরসিংদী	-	-	মনোহরদী
		গোপালগঞ্জ	-	-	মুকসুদপুর
২।	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ	-	-
			লালমাই	-	-
		কক্সবাজার	-	রামু	-
		রাঙামাটি			বরকল
৩।	ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	আটপাড়া	-	বারহাট্টা
৪।	খুলনা	বাগেরহাট	ফকিরহাট	-	-
		সাতক্ষীরা	কালীগঞ্জ	-	শ্যামনগর
৫।	রাজশাহী	রাজশাহী	-	বাগমারা	-
		নওগাঁ			নিয়ামতপুর
৬।	সিলেট	সিলেট	গোয়াইনঘাট	-	-
৭।	বরিশাল	পটুয়াখালী	দুমকি	-	-
		বরিশাল			হিজলা
৮।	রংপুর	গাইবান্ধা	-	সাঘাটা	ফুলছড়ি
		কুড়িগ্রাম	-	-	ভুরুঙ্গামারী
	মোট =	**১৮টি জেলা**	**৮টি উপজেলা**	**৪টি উপজেলা**	**১০টি উপজেলা**

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে আসছে। তবে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সাধারণত পরিকল্পনাগুলিতে বন্যা, ভূমিকম্প, লবণাক্ততা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য, যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা, এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি সেক্টরগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে। ফলে এটি শুধু অবকাঠামো উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং টেকসই এবং সমন্বিত নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর তার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নে প্রধানত অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। কিন্তু এই ধরণের পরিকল্পনায় পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো অনেক সংবেদনশীল দিক অবহেলিত থেকে যায়। এর ফলে, মাস্টারপ্ল্যানগুলো সমন্বিত উন্নয়নকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবেশগত ক্ষতির ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

অপরপক্ষে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর অভিজ্ঞ পরিকল্পনাবিদ সমন্বয়ে নিজস্ব কোন পরিকল্পনা সেল না থাকায় মাস্টারপ্ল্যার প্রণয়নে তারা ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক সংস্থার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এর ফলে প্রণীত মাস্টারপ্ল্যানগুলোর মান এবং দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা অনেকাংশেই পরামর্শক সংস্থার দক্ষতা এবং মানসিকতার উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যই ছিল দেশের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিভুক্ত এলাকার বাইরের সমগ্র বাংলাদেশের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা। এই কাজের জন্য এ অধিদপ্তর তাদের নিজস্ব জনবল এবং বিশেষজ্ঞদের ব্যবহার করে থাকে, যা তাদের পরিকল্পনায় দক্ষতা, মান, এবং টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরামর্শক নির্ভরতার বিপরীতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবল ব্যবহারের সুবিধা হলো, এটি তাদের স্থানিক পরিকল্পনাসমূহের সঙ্গে স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং টেকসই উন্নয়নের চাহিদাকে আরও ভালোভাবে যুক্ত করতে সক্ষম হয়।

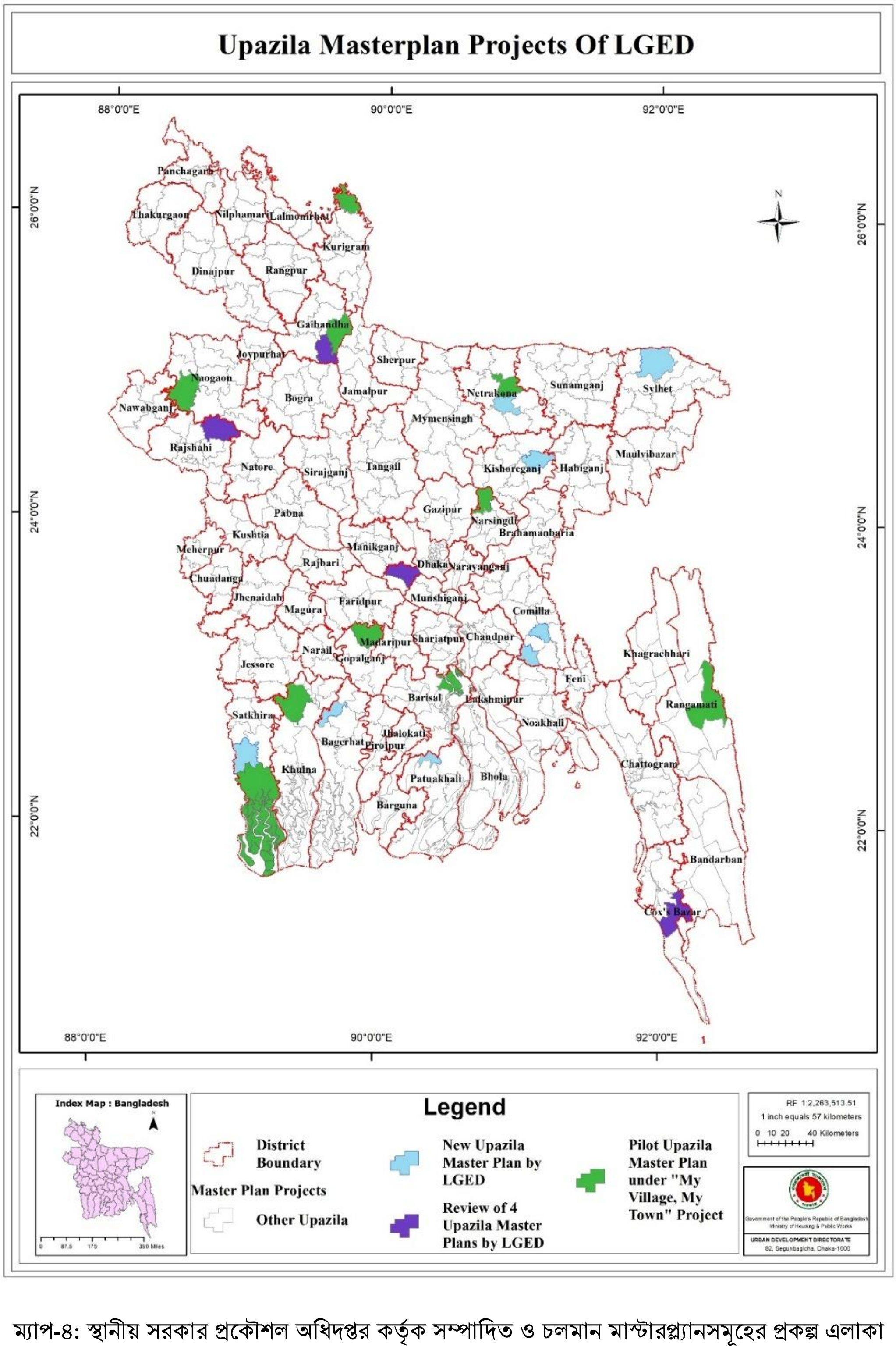

ম্যাপ-৪: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত ও চলমান মাস্টারপ্ল্যানসমূহের প্রকল্প এলাকা

৭.০ স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সাথে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমন্বয় প্রক্রিয়া:

বাংলাদেশে স্থানিক পরিকল্পনা/মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়াও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ (রাজউক, সিডিএ, কেডিএ, আরডিএ, কক্সডিএ ও জিডিএ) ও স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাংলাদেশের নগর অঞ্চলের জন্য স্থানিক পরিকল্পনা/মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে থাকে। স্বায়ত্তশাসিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলো তাদের নিজস্ব অধিক্ষেত্রের জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে এবং তাদের আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ সাধারণত গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এ কারণে অধিক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলাকা বহির্ভূত এলাকার জন্য স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর উভয়ই উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র বর্হিভূত এলাকার জন্য স্থানিক পরিকল্পনা/মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে দ্বৈততা এড়াতে অধিদপ্তর দুইটি স্থানিক পরিকল্পনা/মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কিত তথ্যাদি পত্রের মাধ্যমে এক অপরকে অবগত করে থাকে। যেমন, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত “Development Plan for Forteen Upazila, 2018-2038” প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে তা একটি সেমিনারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর সাথে মাস্টারপ্ল্যানের ডাটা ও তথ্যাদি শেয়ার করে এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর উক্ত মাস্টারপ্ল্যান অনুসারে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এছাড়াও পরিকল্পনা কমিশনও প্রকল্প অনুমোদনের সময় অন্যান্য প্রকল্পের মতো মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা করে থাকে, যা সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ২০১৪ সালের পূর্বে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কোন উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করেনি। সে সময় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক শুধুমাত্র পৌরসভা (২৫৬ টি) ও সিটি কর্পোরেশন (২টি) এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের নিমিত্তে মাস্টারপ্ল্যান করা হতো। ফলে উক্ত প্ল্যানগুলোতে দুর্যোগ বা জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে ডাটা বা তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়নি বা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের সময় বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়নি। তবে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন মাস্টারপ্ল্যানগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে তা অর্ন্তভুক্ত করে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে।

৮.০ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত পরিকল্পনাসমূহ:

পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দীর্ঘদিন ধরে নগর ও গ্রামীণ এলাকাসহ, উপজেলা পর্যায়ে স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আসছে। তবে, এই স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ অনেকাংশেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাহিদার ভিত্তিতে বিক্ষিপ্তভাবে প্রণীত হয়, এ কারণে প্রকৃত চাহিদাসম্পন্ন অঞ্চল বা খাতগুলো অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। যার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার উপর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বা উপজেলার প্রভাব সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না এবং মাস্টারপ্ল্যানের পূর্ণ সুফল অর্জন প্রায়শই সম্ভব হয় না। এই সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠা এবং সমগ্র বাংলাদেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের একটি টেকসই কাঠামো তৈরি করতে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর জুলাই পরবর্তী সময়ে ২০৩০ সালের মধ্যে একটি “জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা” (National Spatial Plan) প্রণয়ন এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে সারা দেশের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারন করেছে। এ সকল উদ্যোগের মাধ্যমে বৃহত্তর এলাকার জন্য সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে, যা সংশ্লিষ্ট জেলার অভ্যন্তরীণ সংযোগ বৃদ্ধি, উপজেলা ও অঞ্চলের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সম্পদের সুষম বণ্টন এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া, মাস্টারপ্ল্যান ৬০ দশকের একটি প্রচলিত ধারণা, যা বর্তমান সময়ের দ্রুত পরিবর্তনশীল নগর বাস্তবতায় অনেক ক্ষেত্রেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের মতামতের ভিত্তিতে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন ও সময়োপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic Plan) ধারণাটি গ্রহণ করেছে।

৮.১ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবল কাঠামোর সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রেখে, জেলা ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অঞ্চল বা প্রকল্প নির্বাচন করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে:

১) প্রথম পর্যায়ে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলার পার্শ্ববর্তী এলাকা, বিভাগীয় সদর এবং পুরাতন জেলাসমূহকে এ কৌশলগত পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, এই অঞ্চলগুলোতে শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমের ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় কৌশলগত পরিকল্পনার দ্রুত বাস্তবায়ন হলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও তা সরাসরি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

২) দ্বিতীয় পর্যায়ে, অপেক্ষাকৃত নতুন এবং ১৯৮৪ সালে সৃষ্ট জেলা সমূহকে বিবেচনা করা হয়েছে। এসব জেলার অবকাঠামো, নগর সেবা, এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এখনো অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, ফলে পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের সম্ভাবনাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো সম্ভব।

এই অগ্রাধিকার নীতি সারা দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। উপরে বর্ণিত নির্ণয়ক অনুসারে সারা দেশের সকল জেলার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করে বিস্তারিত তালিকা ছক-৫ ও ছক-৬ এ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

ছক-৫: ১ম পর্যায় - নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই, ২০২৫ - জুন, ২০৩০ মেয়াদে প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পসমূহের তালিকা

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
১) ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন (রাজউক ও গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর আওতা বহির্ভূত এলাকা)	ঢাকা	ধামরাই	১৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৫ থেকে জুন, ২০২৮	▪ রাজউক বর্হিভুত এলাকা (সাভারের ১টি ও সোনারগাঁও এর ৭টি ইউনিয়ন) ▪ গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বর্হিভুত এলাকা। ▪ নরসিংদী উপজেলার পলাশ ও নরসিংদী সদর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান “বারটি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণয়ণ করা হচ্ছে।
		সাভার			
		দোহার			
		নবাবগঞ্জ			
	নরসিংদ	বেলাবো			
		শিবপুর			
		রায়পুরা			
		মনোহরদী			
	নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও			
		আড়াইহাজার			
	গাজীপুর	কালিয়াকৈর			
		কালীগঞ্জ			
		কাপাসিয়া			
		শ্রীপুর			
		গাজীপুর সদর			
২) মুন্সীগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	মুন্সীগঞ্জ	শ্রীনগর	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৫ থেকে জুন, ২০২৮	▪ মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান LGED কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা এ প্রকল্প প্রণয়নের সময় সমন্বয় করা হবে।
		সিরাজদিখান			
		লৌহজং			
		টংগিবাড়ী			
		গজারিয়া			
		মুন্সীগঞ্জ সদর			
৩) চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলা এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	২ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৫ থেকে জুন, ২০২৮	
	ফেনী	সোনাগাজী			

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
৪) সিলেট জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	সিলেট	বিয়ানীবাজার বিশ্বনাথ কোম্পানীগঞ্জ ফেঞ্চুগঞ্জ গোপালগঞ্জ সিলেট সদর ওসমানীনগর দক্ষিণ সুরমা বালাগঞ্জ জৈন্তাপুর কানাইঘাট জকিগঞ্জ গোয়াইনঘাট	১৩ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৫ থেকে জুন, ২০২৮	▪ গোয়াইনঘাট উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানটি LGED কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা এ প্রকল্প প্রণয়নের সময় সমন্বয় করা হবে।
৫) বরিশাল মেট্রোপলিটন এলাকার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	বরিশাল	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বাবুগঞ্জ (আংশিক) বরিশাল সদর (আংশিক)	২ টি উপজেলা (আংশিক)	জুলাই, ২০২৫ থেকে জুন, ২০২৮	বরিশাল সদর উপজেলার ১০ টি ও বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা, রায়পাশা এবং রহমতপুর ইউনিয়ন।
৬) কুমিল্লা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	কুমিল্লা	বরুড়া চান্দিনা দাউদকান্দি লাকসাম ব্রাহ্মণপাড়া বুড়িচং চৌদ্দগ্রাম দেবীদ্বার হোমনা মুরাদনগর নাঙ্গলকোট মেঘনা তিতাস আদর্শ সদর সদর দক্ষিণ মনোহরগঞ্জ লালমাই	১৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৫ থেকে জুন, ২০২৮	মনোহরগঞ্জ ও লালমাই উপজেলা ২টির মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত, যা এ প্রকল্প প্রণয়নের সময় সমন্বয় করা হবে।
৭) রংপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	রংপুর	রংপুর সদর বদরগঞ্জ গংগাচড়া কাউনিয়া মিঠাপুকুর পীরগাছা পীরগঞ্জ তারাগঞ্জ	৮ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৫ থেকে জুন, ২০২৮	
৮) ময়মনসিংহ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ময়মনসিংহ	গৌরীপুর মুক্তাগাছা গফরগাঁও ভালুকা ফুলবাড়ীয়া নান্দাইল হালুয়াঘাট	১৩ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা নাম	উপজেলা সংখ্যা	প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		ধোবাউড়া			
		ফুলপুর			
		তারাকান্দা			
		ময়মনসিংহ সদর			
		ঈশ্বরগঞ্জ			
৯) খুলনার জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন (খুউক এর আওতা বহির্ভুত এলাকা)	খুলনা	কয়রা	৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	▪ কেডিএ বহির্ভুত এলাকা। ▪ ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান "বারটি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন" প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণয়ণ করা হচ্ছে।
		তেরখাদা			
		দাকোপ			
		পাইকগাছা			
		দিঘলিয়া			
		বটিয়াঘাটা			
		রূপসা			
১০) রাজশাহী জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন (রাউক এর আওতা বহির্ভুত এলাকা)	রাজশাহী	পুঠিয়া	৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	▪ পবা উপজেলা আরডিএ'র আওতাধীন এলাকা। বাগমারা উপজেলা মাস্টারপ্ল্যানটি LGED কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।
		চারঘাট			
		তানোর			
		মোহনপুর			
		গোদাগারী			
		বাঘা			
		দূর্গাপুর			
		বাগমারা			
১১) বগুড়া জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	বগুড়া	আদমদিঘী			
		বগুড়া সদর	১২ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান সমন্বয় পূর্বক হালনাগাদ করা হবে।
		ধুনট			
		দুপচাচিঁয়া			
		গাবতলী			
		কাহালু			
		নন্দীগ্রাম			
		শেরপুর			
		শিবগঞ্জ			
		শাজাহানপুর			
		সারিয়াকান্দি			
		সোনাতলা			
১২) পাবনা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	পাবনা	চাটমোহর	৯ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৫ থেকে জুন, ২০২৮	
		ফরিদপুর			
		বেড়া			
		ভাঙ্গুরা			
		সাঁথিয়া			
		সুজানগর			
		আটঘরিয়া			
		ঈশ্বরদী			
		পাবনা সদর			
১৩) যশোর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	যশোর	অভয়নগর	৮ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	
		কেশবপুর			
		চৌগাছা			
		বাঘারপাড়া			
		মনিরামপুর			
		শার্শা			
		ঝিকরগাছা			
		যশোর সদর			

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
১৪) চট্টগ্রাম জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন (চউক এর আওতা বহির্ভুত এলাকা)	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলি আনোয়ারা চন্দনাইশ পটিয়া বাশঁখালী বোয়ালখালী লোহাগড়া সন্দ্বীপ হাটহাজারী রাউজান সাতকানিয়া ফটিকছড়ি রাঙ্গুনিয়া	১৩ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	▪ সিডিএ বহির্ভুত এলাকা। ▪ মীরসরাই উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে। ▪ সীতাকুন্ড উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের "চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলা এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প অর্ন্তভুক্ত।
১৫) বরিশাল জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	বরিশাল	আগৈলঝাড়া বাকেরগঞ্জ বাবুগঞ্জ বানারীপাড়া গৌরনদী বরিশাল সদর মেহেন্দিগঞ্জ মুলাদী উজিরপুর হিজলা	১০ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	
১৬) টাঙ্গাইল জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর কালিহাতি ঘাটাইল বাসাইল গোপালপুর মির্জাপুর ভুয়াপুর নাগরপুর মধুপুর সখিপুর দেলদুয়ার ধনবাড়ী	১২ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	
১৭) নোয়াখালী জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	নোয়াখালী	নোয়াখালী বেগমগঞ্জ চাটখিল কোম্পানীগঞ্জ হাতিয়া সেনবাগ সুবর্ণচর সোনাইমুড়ি কবিরহাট	৯ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	
১৮) কুষ্টিয়া জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর কুমারখালী খোকসা দৌলতপুর ভেড়ামারা মিরপুর	৬টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৫ থেকে জুন, ২০২৮	

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
১৯) দিনাজপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	১৩ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৯	
		বিরল			
		বোচাগঞ্জ			
		কাহারোল			
		বীরগঞ্জ			
		ঘোড়াঘাট			
		হাকিমপুর			
		পার্বতীপুর			
		ফুলবাড়ী			
		বিরামপুর			
		নবাবগঞ্জ			
		চিরিরবন্দর			
		খানসামা			
২০) জামালপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	জামালপুর	জামালপুর সদর	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৭ থেকে জুন, ২০৩০	▪ দেওয়ানগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ উপজেলা ২টির মাস্টারপ্ল্যান নউঅ কর্তৃক চলমান “নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণয়ণ করা হচ্ছে।
		ইসলামপুর			
		মাদারগঞ্জ			
		মেলান্দহ			
		সরিষাবাড়ি			
২১) ফরিদপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	৯ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৭ থেকে জুন, ২০৩০	▪ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ফরিদপুর সদর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান সমন্বয় পূর্বক হালনাগাদ করা হবে।
		ভাঙ্গা			
		নগরকান্দা			
		চরভদ্রাসন			
		সদরপুর			
		বোয়ালমারী			
		আলফাডাঙ্গা			
		মধুখালী			
		সালথা			
২২) পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০২৭ থেকে জুন, ২০৩০	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ফরিদপুর সদর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান সমন্বয় পূর্বক হালনাগাদ করা হবে।
		বাউফল			
		দশমিনা			
		মির্জাগঞ্জ			
	বরগুনা	বেতাগি			
		বামনা			

* জনস্বার্থে প্রস্তাবিত মেয়াদ ও অগ্রাধিকারক্রম পরিবর্তিত হতে পারে।প-৫: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ১ম পর্যায় (জুলাই, ২০২৫ - জুন, ২০৩০ মেয়াদে) প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা।

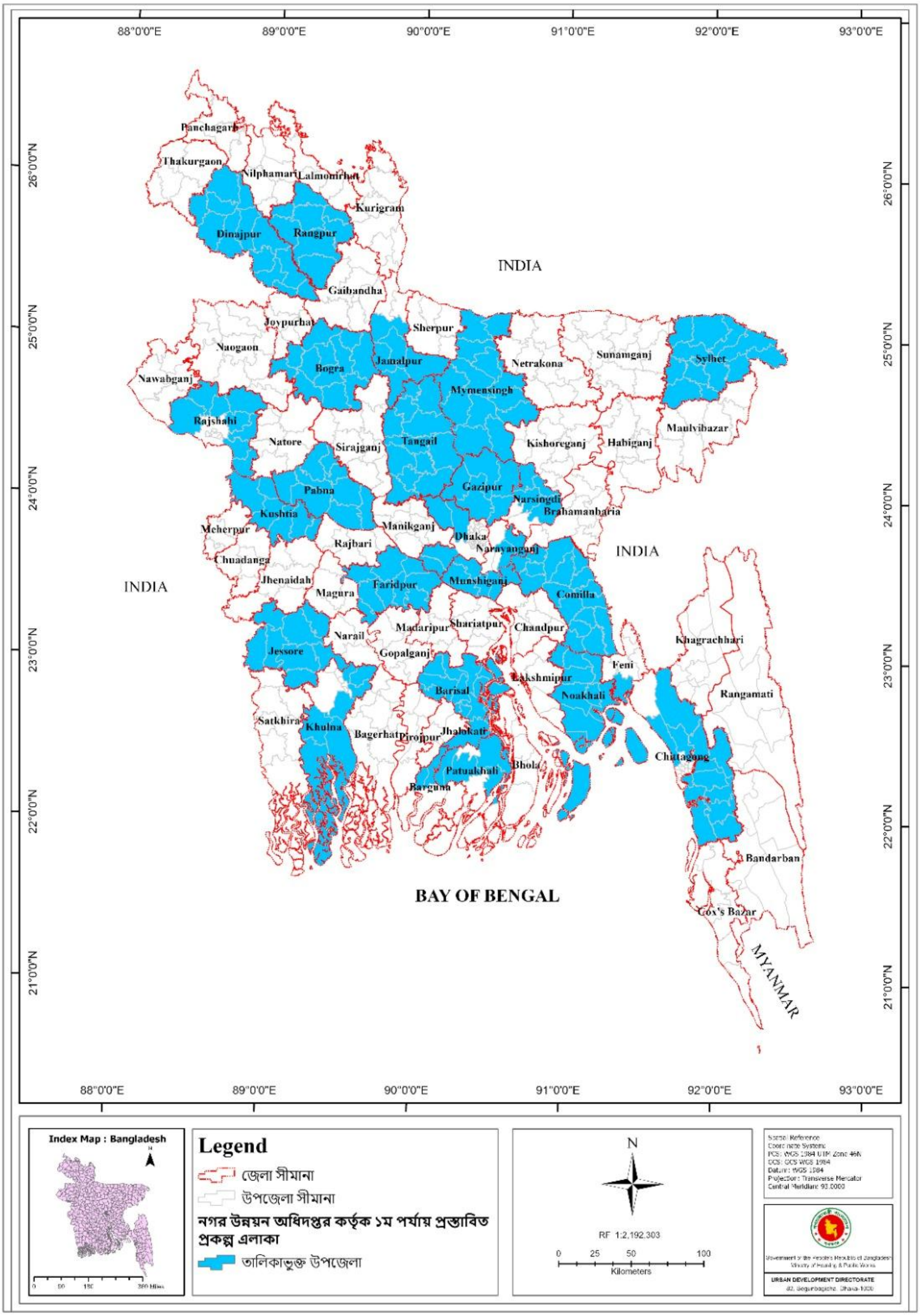

ম্যাপ-৫: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ১ম পর্যায় (জুলাই, ২০২৫ - জুন, ২০৩০ মেয়াদে) প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা

ছক-৬: ২য় পর্যায় - নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই, ২০৩০ - জুন, ২০৩৫ মেয়াদে প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পসমূহের তালিকা

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
১) মানিকগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	মানিকগঞ্জ	ঘিওর দৌলতপুর মানিকগঞ্জ সদর শিবালয় সাটুরিয়া সিংগাইর হরিরামপুর	৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	
২) ফেনী জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ফেনী	ফেনী সদর দাগনভূঁইয়া ছাগলনাইয়া পরশুরাম ফুলগাজী সোনাগাজী	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-
৩) চাঁদপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর কচুয়া ফরিদগঞ্জ মতলব উত্তর মতলব দক্ষিণ হাইমচর	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	▪ হাজীগঞ্জ ও শাহরাস্তি উপজেলা ২টির মাস্টারপ্ল্যান নউঅ কর্তৃক চলমান “নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণয়ণ করা হচ্ছে।
৪) মৌলভীবাজার জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	মৌলভীবাজার	বড়লেখা কুলাউড়া রাজনগর কমলগঞ্জ শ্রীমঙ্গল জুড়ী মৌলভীবাজার সদর	৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	
৫) হবিগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	হবিগঞ্জ	(১) আজমিরীগঞ্জ (২) বানিয়াচং (৩) লাখাই (৪) হবিগঞ্জ সদর (৫) চুনারুঘাট (৬) বাহুবল (৭) শায়েস্তাগঞ্জ (৮) নবীগঞ্জ (৯) মাধবপুর	৯ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	
৬) লক্ষীপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	লক্ষীপুর	(১) কমলনগর (২) রামগঞ্জ (৩) রামগতি (৪) রায়পুর (৫) লক্ষীপুর সদর	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
৭) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আশুগঞ্জ	৯টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	
		আখাউড়া			
		কসবা			
		নবীনগর			
		বাঞ্ছারামপুর			
		বিজয়নগর			
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর			
		নাসির নগর			
		সরাইল			
৮) সুনামগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	সুনামগঞ্জ	ছাতক	১২টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	▪ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণয়ণকৃত শান্তিগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা ২টির প্ল্যান এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে।
		জগন্নাথপুর			
		শান্তিগঞ্জ			
		দিরাই			
		সুনামগঞ্জ সদর			
		বিশ্বম্ভরপুর			
		জামালগঞ্জ			
		তাহিরপুর			
		ধর্মপাশা			
		দোয়ারাবাজার			
		শাল্লা			
		মধ্যনগর			
৯) বান্দরবান জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	বান্দরবান	আলীকদম	৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-
		থানচি			
		নাইক্ষ্যংছড়ি			
		বান্দরবান সদর			
		রুমা			
		রোয়াংছড়ি			
		লামা			
১০) খাগড়াছড়ি জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	৯ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-
		দীঘিনালা			
		পানছড়ি			
		মহালছড়ি			
		মাটিরাঙ্গা			
		মানিকছড়ি			
		রামগড়			
		লক্ষীছড়ি			
		গুইমারা			
১১) রাঙ্গামাটি জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	৯ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	▪ বরকল উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত।
		কাউখালি			
		কাপ্তাই			
		জুরাছড়ি			
		নানিয়ারচর			
		বাঘাইছড়ি			

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
		বিলাইছড়ি রাজস্থলী লংগদু			
১২) শরিয়তপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	শরিয়তপুর	শরীয়তপুর সদর ডামুড্যা নড়িয়া ভেদরগঞ্জ জাজিরা গোসাইরহাট	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	
১৩) পিরোজপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	পিরোজপুর	কাউখালী ভান্ডারিয়া মঠবাড়িয়া ইন্দুরকানী	৪ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	▪ নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও পিরোজপুর সদর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান নউঅ কর্তৃক চলমান “পিরোজপুর জেলার তিনটি উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণয়ণ করা হচ্ছে।
১৪) নড়াইল জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা পরিকল্পনা প্রণয়ন	নড়াইল	কালিয়া নড়াইল সদর লোহাগড়া	৪ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	▪ মাগুরা সদর, মহম্মদপুর ও শালিখা উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান নউঅ কর্তৃক চলমান “নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণয়ণ করা হচ্ছে।
	মাগুরা	শ্রীপুর			
১৫) ঝালকাঠি জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর নলছিটি	৪ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	▪ রাজাপুর ও কাঁঠালিয়া উপজেলার প্ল্যান নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান “১২ উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণয়ণ করা হচ্ছে।
১৬) রাজবাড়ী জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা পরিকল্পনা প্রণয়ন	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর গোয়ালন্দ	২ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	▪ পাংসা, বালিয়াকান্দি ও কালুখালি উপজেলা প্ল্যান নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান “১২ উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণয়ণ করা হচ্ছে।
১৭) গাইবান্ধা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী সাদুল্লাপুর সুন্দরগঞ্জ	৪ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	▪ সাঘাটা উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত। ▪ গাইবান্ধা সদর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান BRAC ও UDD যৌথভাবে ২০২৩ এ প্রণয়ন করেছে।

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
					▪ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা প্ল্যান নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান “১২ উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণয়ণ করা হচ্ছে।
১৮) নাটোর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	নাটোর	নাটোর সদর	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	
		বাগাতিপাড়া			
		বড়াইগ্রাম			
		গুরুদাসপুর			
		সিংড়া			
		নলডাঙ্গা			
		লালপুর			
১৯) কিশোরগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর	১২ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩০ থেকে জুন, ২০৩৩	▪ মিঠামইন উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত।
		কটিয়াদি			
		কুলিয়াচর			
		পাকুন্দিয়া			
		ভৈরব			
		বাজিতপুর			
		হোসেনপুর			
		তাড়াইল			
		নিকলী			
		করিমগঞ্জ			
		অষ্টগ্রাম			
		ইটনা			
২০) নীলফামারী জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	নীলফামারী	নীলফামারী সদর	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-
		ডোমার			
		ডিমলা			
		জলঢাকা			
		কিশোরগঞ্জ			
		সৈয়দপুর			
২১) শেরপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	শেরপুর	ঝিনাইগাতী	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-
		নকলা			
		নালিতাবাড়ী			
		শেরপুর সদর			
		শ্রীবরদী			
২২) সাতক্ষীরা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	▪ শ্যামনগর ও কালীগঞ্জ উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত।
		কলারোয়া			
		তালা			
		দেবহাটা			
		সাতক্ষীরা সদর			
২৩) ভোলা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/	ভোলা	চরফ্যাশন	৭ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে	-
		তজমুদ্দিন			
		দৌলতখান			

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন		বোরহানউদ্দিন ভোলা সদর মনপুরা লালমোহন		জুন, ২০৩৪	
২৪) কুড়িগ্রাম জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	কুড়িগ্রাম	উলিপুর কুড়িগ্রাম সদর চর রাজিবপুর চিলমারী নাগেশ্বরী ফুলবাড়ী রাজারহাট রৌমারী	৮ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	▪ ভুরুঙ্গামারী উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত।
২৫) লালমনিরহাট জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	লালমনিরহাট	আদিতমারী কালীগঞ্জ পাটগ্রাম হাতীবান্ধা	৪ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	▪ লালমনিরহাট সদর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান নউঅ কর্তৃক চলমান “নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণয়ণ করা হচ্ছে।
২৬) ঠাকুরগাঁও জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর পীরগঞ্জ বালিয়াডাঙ্গী রানীশংকৈল হরিপুর	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-
২৭) পঞ্চগড় জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ তেতুলিয়া পঞ্চগড় সদর আটোয়ারী বোদা	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩১ থেকে জুন, ২০৩৪	-
২৮) গোপালগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী কোটালীপাড়া টুংগীপাড়া	৩ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	▪ গোপালগঞ্জ সদর ও মুকসুদপুর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত।
২৯) মাদারীপুর জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	মাদারীপুর	কালকিনি ডাসার মাদারীপুর সদর শিবচর রাজৈর	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	▪ মাদারীপুর সদর, রাজৈর (২০১৫ সালে সমাপ্ত) ও শিবচর (২০১৮ সালে সমাপ্ত) উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান হালনাগাদ করা হবে।
৩০) নেত্রকোণা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	নেত্রকোণা	দুর্গাপুর খালিয়াজুড়ি কলমাকান্দা কেন্দুয়া	৮ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	▪ বারহাট্টা ও আটপাড়া উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
		মদন			
		মোহনগঞ্জ			
		নেত্রকোণা সদর			
		পূর্বধলা			
৩১) বাগেরহাট জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	বাগেরহাট	বাগেরহাট	৮ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	▪ ফকিরহাট উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত।
		চিতলমারী			
		বাগেরহাট সদর			
		মোংলা			
		রামপাল			
		মোড়েলগঞ্জ			
		শরণখোলা			
		মোল্লারহাট			
৩২) চুয়াডাঙ্গা জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা	৪ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	-
		চুয়াডাঙ্গা সদর			
		জীবননগর			
		দামুরহুদা			
৩৩) ঝিনাইদহ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	ঝিনাইদহ	কালীগঞ্জ	৬ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	-
		কোটচাঁদপুর			
		ঝিনাইদহ সদর			
		মহেশপুর			
		শৈলকূপা			
		হরিণাকুন্ডু			
৩৪) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	-
		গোমস্তাপুর			
		শিবগঞ্জ			
		নাচোল			
		ভোলাহাট			
৩৫) নওগাঁ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	নওগাঁ	পত্নীতলা	১০ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	▪ নিয়ামতপুর উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান LGED এর প্রকল্পভুক্ত।
		ধামুরহাট			
		মহাদেবপুর			
		পোরশা			
		সাপাহার			
		বদলগাছি			
		মান্দা			
		আত্রাই			
		রানীনগর			
		নওগাঁ সদর			
৩৬) সিরাজগঞ্জ জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/	সিরাজগঞ্জ	চৌহালি	৯ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে	
		উল্লাপাড়া			
		কাজীপুর			

প্রকল্পসমূহের নাম	জেলার নাম	উপজেলা		প্রস্তাবিত মেয়াদ*	মন্তব্য
		নাম	সংখ্যা		
কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন		কামারখন্দ		জুন, ২০৩৫	
		তাড়াশ			
		বেলকুচি			
		রায়গঞ্জ			
		শাহজাদপুর			
		সিরাজগঞ্জ সদর			
৩৭) জয়পুরহাট জেলার সমন্বিত মাস্টারপ্ল্যান/ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	৫ টি উপজেলা	জুলাই, ২০৩২ থেকে জুন, ২০৩৫	
		কালাই			
		ক্ষেতলাল			
		আক্কেলপুর			
		জয়পুরহাট			
৩৮) তরুণদের ভাবনায় আগামীর বরিশাল শীর্ষক প্রকল্প	বরিশাল	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	১ টি	জুলাই, ২০২৭ থেকে জুন, ২০৩০	

* জনস্বার্থে প্রস্তাবিত মেয়াদ ও অগ্রাধিকারক্রম পরিবর্তিত হতে পারে।

কক্সবাজার জেলা ব্যতীত (কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এ জেলার মাস্টারপ্ল্যান প্রণীত হচ্ছে) পর্যায়ক্রমে সকল জেলার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম বাংলাদেশের স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। যা স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। তবে, জনস্বার্থে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর উপরে উল্লিখিত তালিকা বহির্ভূত নগর পরিকল্পনা, পলিসি বা তদসংশ্লিষ্ট প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

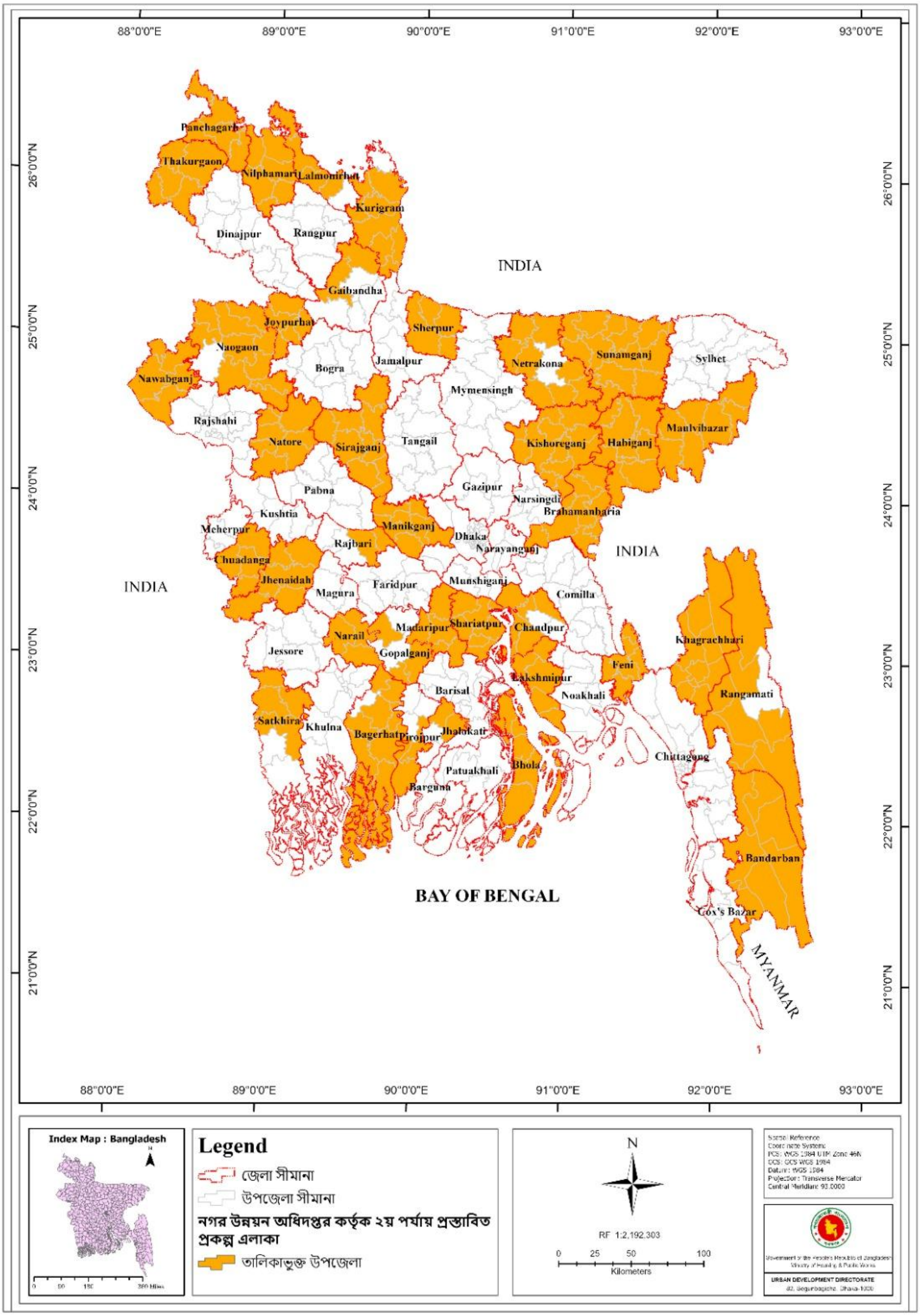

ম্যাপ-৬: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ২য় পর্যায় (জুলাই, ২০৩০ - জুন, ২০৩৫ মেয়াদে) প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা

৯.০ কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ:

অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কাঠামোগত নির্দেশনার আওতাভুক্তিকরণে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনার তাৎপর্য অপরিসীম, কারণ বাংলাদেশের টেকসই, সুষম ও ভবিষ্যতমুখী নগর ও গ্রামীণ উন্নয়নের ভিত্তি নির্মাণে এসকল পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা এবং কাঠামোগত ঘাটতির কারণে এসব পরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বারংবার নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আইনীগত কাঠামোর অনুপস্থিতি:

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ গেজেট আকারে প্রকাশিত হলেও, এ সংক্রান্ত কোন সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় এ পরিকল্পনাসমূহের কোন আইনগত ভিত্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। ফলে এসব পরিকল্পনা পরামর্শভিত্তিক হয়ে থাকে এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের জন্য তা বাধ্যতামূলক হয়ে না উঠায় পরিকল্পনার কার্যকারিতা হ্রাস পায় এবং এর সুপারিশসমূহ প্রয়োগে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয় না।

(খ) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যপরিধির সীমাবদ্ধতা ও পর্যাপ্ত জনবলের অভাব:

বর্তমান কার্যপরিধি (Allocation of Function) অনুযায়ী নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলাকা ব্যতীত দেশের সকল জেলা ও অঞ্চলের স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এসকল পরিকল্পনায় প্রদত্ত সুপারিশ মোতাবেক কোন উন্নয়ন কার্যক্রম সরাসরি বাস্তবায়ন করতে পারে না। পৌরসভা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে এ সকল স্থানিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত কৌশলগত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা হয়। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকায় উন্নয়ন সংস্থাসমূহ অধিকাংশ সময় বিদ্যমান স্থানিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য না রেখে নগর অবকাঠামো ও সেবা কার্যক্রম প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

এছাড়া এ অধিদপ্তরের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিকল্পনাবিদ, নগর বিশেষজ্ঞ ও কারিগরি জনবল নেই। এ কারণে স্বল্প সময়ে দেশের সকল জেলার জন্য এক সাথে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিশ্লেষণ, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে দ্রুত নগরায়নের নেতিবাচক প্রভাব যথাসময়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না।

(গ) জাতীয় নগরায়ন নীতিমালার অনুপস্থিতি:

বিশ্ব র‍্যাংকিং অনুযায়ী বাংলাদেশ দ্রুত নগরায়নের দেশগুলোর অন্যতম হলেও, এখনো পর্যন্ত অপরিকল্পিত নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃঙ্খল নগর সম্প্রসারণের জন্য কোনো সমন্বিত, দিকনির্দেশনামূলক ও আইনানুগ জাতীয় নগরায়ন নীতিমালা প্রণীত হয়নি। এর ফলে নগরায়ন প্রক্রিয়া একটি অপ্রতিবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত ধারায় এগোচ্ছে এবং বড় শহরগুলো আরও বৃহৎ এবং জটিল হয়ে উঠছে, আর ছোট শহরগুলোতেও অপরিকল্পিত উন্নয়নের নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই বৈষম্যমূলক ও বিশৃঙ্খল নগর বিকাশ টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গঠনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

(ঘ) উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব:

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষমতা না থাকায় এটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার ওপর নির্ভরশীল। আইনগত দিক থেকে কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেক সময় সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো পরিকল্পনার সুপারিশ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে অনাগ্রহী থাকে, ফলে কাঙ্খিত উন্নয়ন ব্যাহত হয় এবং পরিকল্পনার কার্যকারিতা সীমিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মনিটরিং এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সংস্থা না থাকায় স্থানিক পরিকল্পনা অনুসারে জটিলতা দেখা দেয় এবং স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রম প্রায়শই এ পরিকল্পনাসমূহের নির্দেশনার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এর ফলে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যে একটি বড় বাধা।

১০.০ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় গৃহীতব্য পদক্ষেপ

উল্লেখিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর একাধিক বাস্তবমুখী ও নীতিনির্ধারণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা ভবিষ্যতের টেকসই নগরায়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(ক) স্থানিক পরিকল্পনা (Spatial Plan) প্রণয়নে আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা:

স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্প্রতি "জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫" এর খসড়া প্রণয়ন করেছে। এই অধ্যাদেশটি অনুমোদিত হলে, স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে একটি আইনীকাঠামো প্রদান করা সম্ভব হবে এবং সকল উন্নয়ন সংস্থার জন্য স্থানিক পরিকল্পনা অনুসারে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা তৈরি হবে।

(খ) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যবিধি (Allocation of Function) হালনাগাদ:

বর্তমানে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৬৫ সালে প্রস্তুতকৃত কার্যপরিধি (Allocation of Function) অনুসারে কার্য পরিচালনা করে আসছে। বর্তমান বাস্তবতায় আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করতে অধিদপ্তরের কার্যপরিধি ও কার্যপ্রক্রিয়াকে সময়োপযোগী করা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে, বিদ্যমান কার্যপরিধিকে যুগোপযোগী করে হালনাগাদ করা হয়েছে এবং একটি সংশোধিত খসড়া কার্যপরিধি অনুমোদনের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যা অনুমোদিত হলে অধিদপ্তরের কার্যক্ষমতা ও নীতি বাস্তবায়নের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

(গ) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ:

বর্তমানে ঢাকা ব্যতীত খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট ও ফরিদপুরে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ কার্যরত রয়েছে। এসব দপ্তর স্ব-স্ব অঞ্চলের জন্য স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, কার্যপরিধি (allocation of function), দপ্তর সংখ্যা ও জনবলের স্বল্পতার কারনে পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের কার্যপরিসর সীমিত। অন্যদিকে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনাগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যা (interpretation) ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত কারিগরি দক্ষতা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান। ফলে পরিকল্পনাগুলো প্রায়শই বাস্তবায়নের পর্যায়ে পৌঁছায় না, কিংবা দীর্ঘসূত্রতা ও সমন্বয়হীনতার কারণে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এর ফলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো যথাযথ দিকনির্দেশনা ও কাঠামোগত সহায়তার অভাবে স্থানিক পরিকল্পনার সম্ভাব্য সুফল ভোগ করতে পারে না। একই সঙ্গে, স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোও ছকভিত্তিক বা সমন্বিত পথে পরিচালিত না হয়ে খন্ডিত ও স্বল্পমেয়াদি প্রকল্পনির্ভর হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতি দেশের পরিকল্পিত ও টেকসই নগরায়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে, যা নিরসনে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক দপ্তরগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও ক্ষমতাসম্পন্ন এই দপ্তরগুলো কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পৌরসভা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করতে পারে। তারা কাঠামোগত দিকনির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করতে পারবে। এর ফলে কৌশলগত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে টেকসই ও সমন্বিত পথ তৈরি হবে, যা উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি ও স্বচ্ছতা আনয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে সমগ্র দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মতো জটিল ও বিস্তৃত কাজ পরিচালনায় গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যালয় ও ১৫টি আঞ্চলিক দপ্তর স্থাপনসহ সংস্থা প্রধান মহাপরিচালক প্রস্তাব করে একটি নতুন জনবল কাঠামোর (অর্গানোগ্রাম) প্রস্তাবনা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করেছে (চিত্র-৫)। এছাড়া, শেরে-বাংলা নগরের প্রশাসনিক এলাকায় ০.১৪৮৮ একর জমির উপর নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, খুলনা ও রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের জন্যও নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

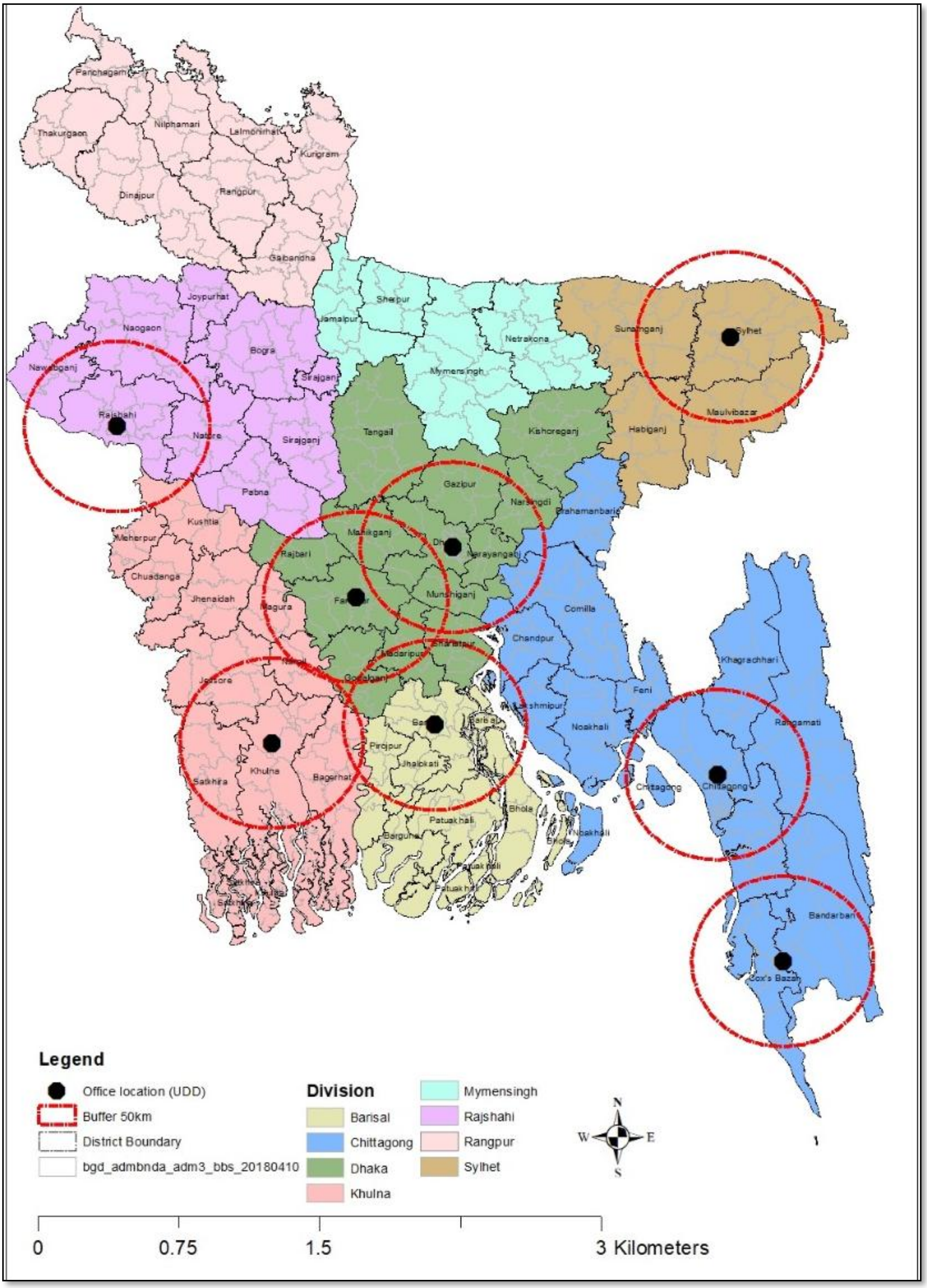

ম্যাপ-৭: বর্তমান আঞ্চলিক কার্যালয়ের কার্যপরিধি এলাকা (৫০ কিঃমিঃ বাফার ধরে)

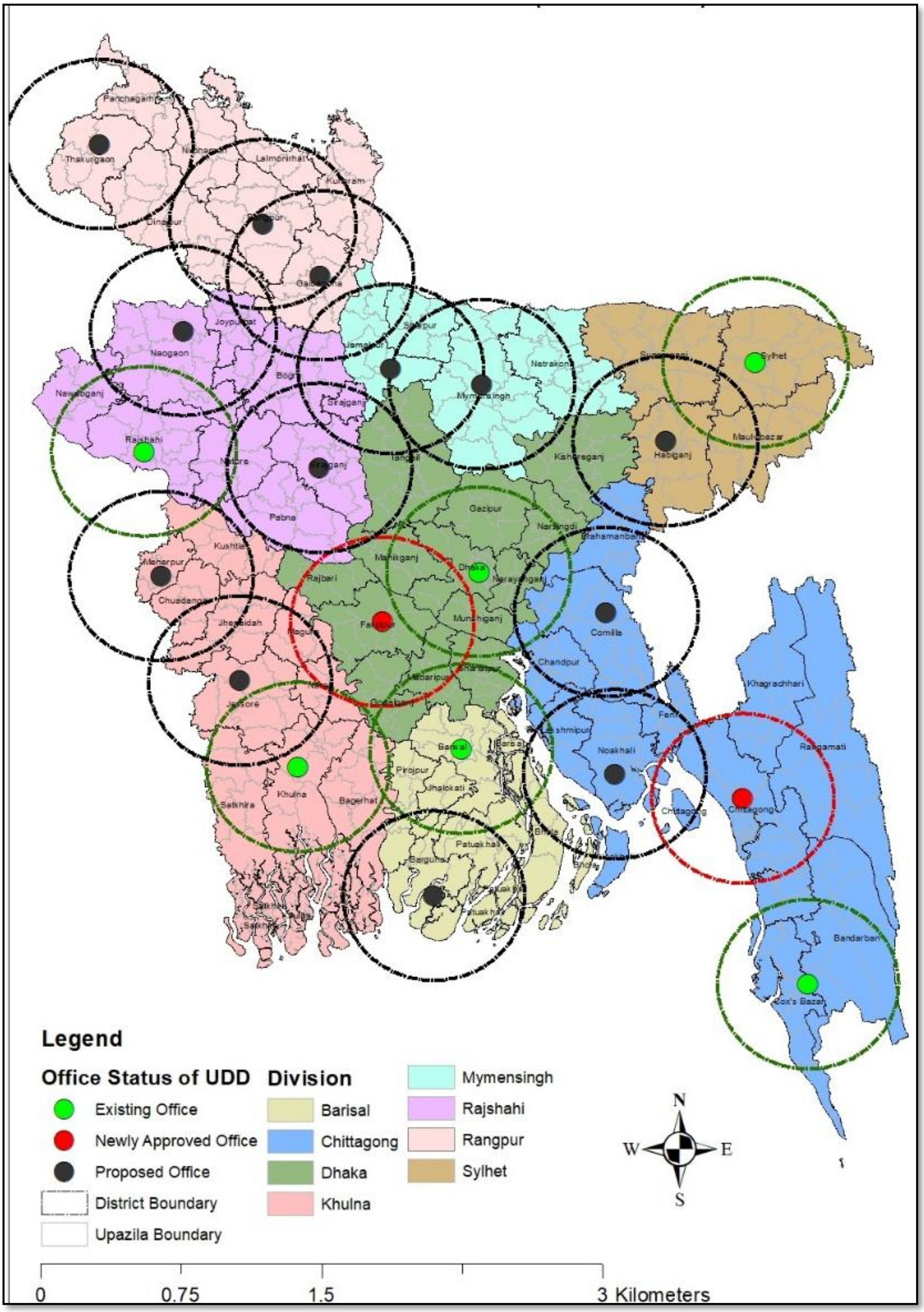

ম্যাপ-৮: বর্তমান ও প্রস্তাবিত আঞ্চলিক কার্যালয়ের কার্যপরিধি এলাকা (৫০ কিঃমিঃ বাফার ধরে)

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত নতুন জনবল প্রস্তাবনা অনুসারে ঢাকায় অবস্থিত প্রধান দপ্তরের অধীনে ৮টি বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ঢাকা, বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়। প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীনে বিভাগের আয়তন ও জেলা সংখ্যার উপর ভিত্তি করে মোট ১৪টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীনে ফরিদপুর, নরসিংদী ও টাঙ্গাইল আঞ্চলিক অফিস, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীনে যশোর ও মেহেরপুর এবং রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীনে ঠাকুরগাঁও ও গাইবান্ধা আঞ্চলিক অফিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রস্তাবিত কাঠামোটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত পদ্ধতি তৈরি করবে এবং প্রতিটি আঞ্চলিক অফিস নির্ধারিত এলাকায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করবে। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে, আঞ্চলিক দপ্তরগুলো আরও কার্যকরভাবে সমগ্র দেশের কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি এ উদ্যোগ জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার সঙ্গে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় নিশ্চিত করতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

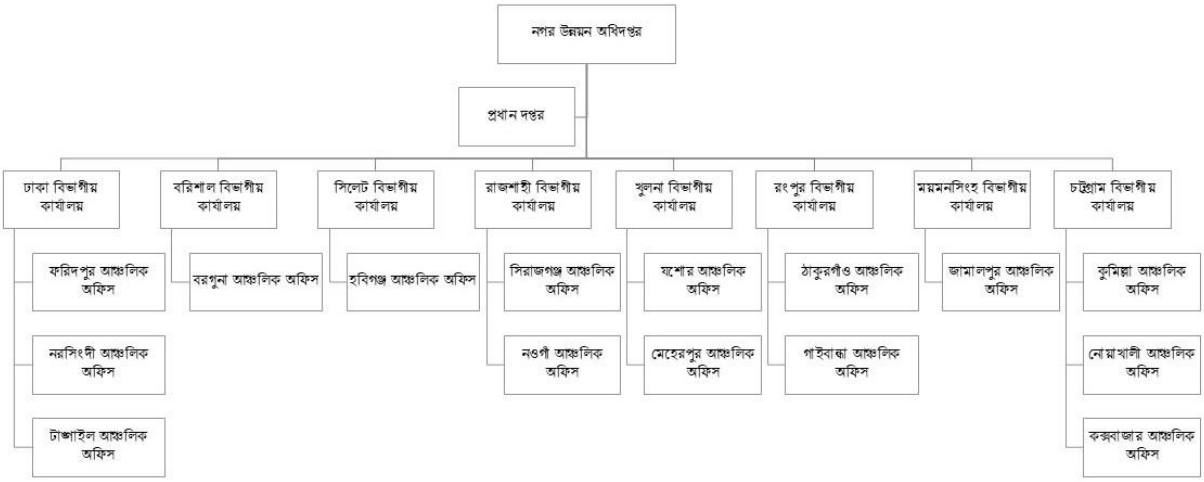

চিত্র-৫: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত বিভাগীয় ও অঞ্চলিক পর্যায়ের কার্যালয়

(ঘ) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি:

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ অধিদপ্তর সম্প্রতি “নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি” শীর্ষক একটি কারিগরী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অধিদপ্তরের কাজ আরও গতিশীল হবে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রযুক্তিনির্ভর সমাধানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। একইসাথে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তরুণ গবেষকদের সম্পৃক্ত করতে ও তাদের মেধাভিত্তিক গবেষণা কাজে লাগাতে “রিসার্চ ফেলোশিপ নীতিমালা, ২০২৫” প্রণয়ন করেছে, যা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে “টেকসই নগর বিনির্মাণে তরুণদের ভাবনা, ২০২৫” শীর্ষক একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ‘নগর ও অঞ্চল/গ্রামীণ পরিকল্পনা’ এবং ‘আরবান ডিজাইন’ থিমে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ও পরিকল্পনা বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রস্তাবনায় উঠে আসে সবুজ অবকাঠামো, উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ, জলবায়ু সহনশীল আবাসন এবং জন-অংশগ্রহণভিত্তিক পরিকল্পনার ধারণা। প্রতিযোগিতা থেকে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ ভবিষ্যতের কৌশলগত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(ঙ) জীববৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন:

যেকোনো দেশের জন্য জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা (National Spatial Plan) পরিকল্পিত, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি দেশের ভূখণ্ডভিত্তিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, অঞ্চলভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, আবাসন, অবকাঠামো ও জনসেবার সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অপরিহার্য। বাংলাদেশের মতো জনবহুল ও জলবায়ু ঝুঁকি সম্পন্ন দেশের জন্য এ ধরনের পরিকল্পনা অপরিহার্য হলেও অদ্যাবধি এর কোন জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা নেই। ফলে খন্ড খন্ড ও সেক্টর ভিত্তিক পরিকল্পনা এ দেশের উন্নয়নকে করে তুলেছে অটেকসই, বৈষম্যপূর্ণ, ও চাহিদা ভিত্তিক, যে উন্নয়নে দেশের সামগ্রিক কোর উন্নয়ন কাঠামো রিপ্রেজেন্ট করেনা। সম্প্রতি কুনমিং মন্ত্রিয়েল এর ম্যানডেটের অংশ হিসেবে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরে জীববৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা (Biodivesity Inclusive National Spatial Plan) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনা দেশের কৃষি জমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু সহনশীল নগর ব্যবস্থা গড়ে তোলা, পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, এটি দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করে নিরাপদ ও টেকসই ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে।

(চ) জাতীয় নগরায়ন নীতিমালা প্রণয়ন:

বর্তমানে বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ন ঘটলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিকল্পিত, ফলে কৃষি জমি হ্রাস, পরিবেশের অবনতি, অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন এবং অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য দিন দিন বাড়ছে। নগরায়নের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি খসড়া নগরায়ন নীতিমালা, ২০২৫ (Urbanization Policy) প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালা সুষ্ঠু নগরায়নের জন্য নির্দিষ্ট কাঠামো প্রদান করবে এবং দেশের টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তুলবে।

উপরোক্ত কার্যক্রম ও পরিকল্পনা নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও সমন্বিত, কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করবে। পাশাপাশি, এটি টেকসই নগর উন্নয়নের পথে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে, যা জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। তবে

১১.০ কৌশলপত্র বাস্তবায়নে আর্থিক সংশ্লেষ:

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রণীত এ কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নের জন্য আগামী ১০ বছরে (জুলাই, ২০২৫-জুন, ২০৩৫) আনুমানিক ৩,১০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে বলে প্রতীয়মান। এর মধ্যে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ২,৩০০ কোটি টাকা এবং জীববৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা (Biodivesity Inclusive National Spatial Plan) প্রণয়নের জন্য আনুমানিক ৮০০ কোটি টাকা।

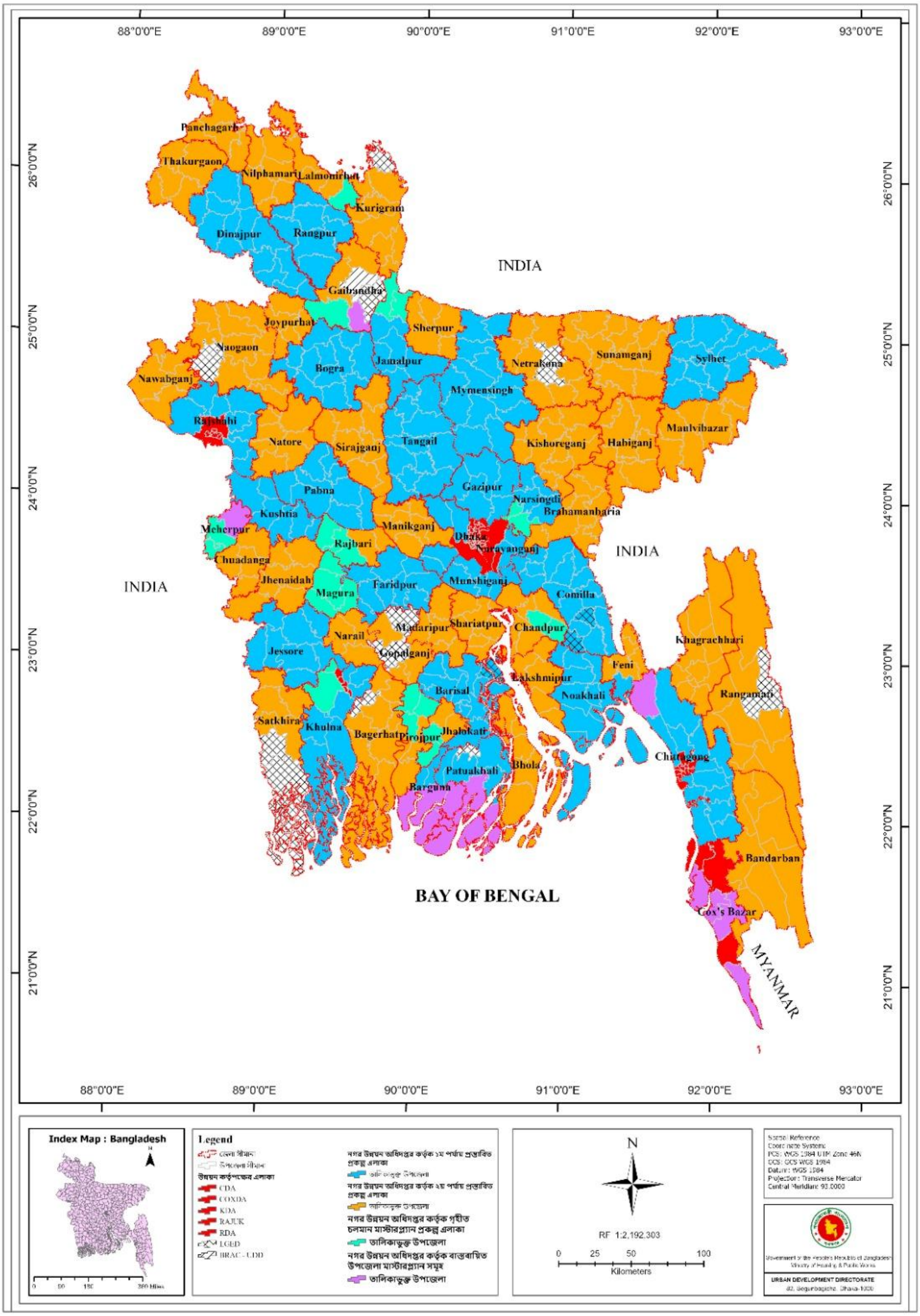

ম্যাপ-৯: পরিকল্পিত বাংলাদেশ বিনির্মাণে কৌশলপত্র বাস্তবায়ন রোডম্যাপ (২০২৫-২০৩৫)

১২.০ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন পরবর্তী সম্ভাব্য সুফল সমূহ:

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নের দীর্ঘমেয়াদি সুফল রয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১২.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন: একটি শহরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৌশলগত পরিকল্পনা শহরের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কৌশলগত পরিকল্পনায় নির্দেশিত ভূমি ব্যবহারের সুষম পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপন এবং পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব। এছাড়া, কৌশলগত পরিকল্পনা একটি সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত নগর অবকাঠামো গড়ে তুলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করে, যা অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল করে এবং শহরের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

১২.২ কর্মসৃজন: কৌশলগত পরিকল্পনা একটি শহরের অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সঠিক কাঠামো প্রদান করে। এ পরিকল্পনার সৃজনশীল স্ট্রাটেজি শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প, বাণিজ্যিক এলাকা, আইটি পার্ক, এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া, এটি পরিবহন, যোগাযোগ এবং সেবাখাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করে, যা নতুন ব্যবসা এবং বিনিয়োগের প্রবাহ বাড়ায়। এ প্ল্যানের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনে, যা একটি শহরের টেকসই উন্নয়নে অপরিহার্য।

১২.৩ জনজীবনের মান উন্নয়ন: একটি শহরের জনজীবনের মান উন্নয়নে কৌশলগত পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি সুপরিকল্পিত নগর অবকাঠামো, বাসস্থান, এবং মৌলিক সেবার উন্নয়ন নিশ্চিত করে। কৌশলগত পরিকল্পনা মাধ্যমে সঠিক ভূমি ব্যবহারের নীতি প্রণয়ন করা হয়, যা আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংরক্ষণ করে। এটি সুষ্ঠু পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করে, যা নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন চাহিদা মেটায়। এছাড়া, কৌশলগত পরিকল্পনা পরিবেশ সংরক্ষণ, খোলা স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসাধারণের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নত করে। শহরের যানজট হ্রাস এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নীতিমালা তৈরি করে এটি শহরকে বাসযোগ্য করে তোলে। সব মিলিয়ে, কৌশলগত পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন একটি শহরের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে এবং তাদের জন্য নিরাপদ, সুস্থ ও টেকসই পরিবেশ গড়ে তোলে।

১২.৪ দারিদ্র বিমোচন: কৌশলগত পরিকল্পনা একটি শহরের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণের পথ সুগম করে। এ প্ল্যানের মাধ্যমে সাশ্রয়ী আবাসন, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এবং সহজলভ্য পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব, যা দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সক্ষম। এটি সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, এবং পানীয় জল সরবরাহের মতো মৌলিক সুবিধার সুযোগ সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে, কৌশলগত পরিকল্পনা টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং চক্রাকার অর্থনীতির (Circular Economy) ধারণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটির শিল্প, এবং স্বনির্ভরতার সুযোগ বৃদ্ধি করে। দরিদ্র জনগণের জন্য বিশেষ অঞ্চল নির্ধারণ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ওপর জোর দিয়ে কৌশলগত পরিকল্পনা দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর নীতিমালা হিসেবে কাজ করে।

১২.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন: সঠিক পরিকল্পনা একটি দেশের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, এবং কর্মসংস্থান ব্যবস্থাকে উন্নত করে। কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এবং স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সম্ভব, যা দক্ষ ও স্বাস্থ্যবান মানবসম্পদ তৈরিতে সহায়তা করে। পরিকল্পিত নগরায়নের অংশ হিসেবে, কৌশলগত পরিকল্পনা কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং শিল্প ও ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়তা করে, যা মানুষের দক্ষতা ব্যবহার ও বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে। একই সঙ্গে, মাস্টারপ্ল্যান কর্মক্ষেত্রে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করে, যা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়ক। মানবসম্পদের উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে কৌশলগত পরিকল্পনা একটি শহরের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি স্থাপন করে।

১২.৬ বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জন: কৌশলগত পরিকল্পনা পরিকল্পিত নগরায়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ নিশ্চিত করতে একটি সুসংগঠিত নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি, নবায়ণযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার, কার্বন নির্গমন হ্রাস এবং পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জলবায়ু স্থিতিশীলতা অর্জনেও এটি সহায়ক। কৌশলগত পরিকল্পনা বাংলাদেশের উন্নয়ন চাহিদা ও বৈশ্বিক লক্ষ্যগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে, যা দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদী কাঠামো প্রদান করবে।

১২.৭ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ: দেশের ঐতিহাসিক স্থাপনা, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কৌশলগত পরিকল্পনা একটি সুসংগঠিত কাঠামো প্রদান করে। কৌশলগত পরিকল্পনা মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা এবং স্থানগুলোর তালিকা প্রণয়ন, সংরক্ষণ নীতিমালা নির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পে সংস্কৃতির গুরুত্ব অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। একই সঙ্গে, কৌশলগত পরিকল্পনা স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ঐতিহ্য রক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। এটি বাংলাদেশের ঐতিহাসিক গৌরব ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে, যা জাতির পরিচিতি ও মর্যাদা রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

সার্বিকভাবে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত কৌশলগত পরিকল্পনা সঠিক বাস্তবায়ন বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে অসাধারণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কৌশলগত পরিকল্পনার সুসংগঠিত কাঠামো দেশের সমন্বিত উন্নয়ন ও টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার পথকে সুগম করবে।

১৩.০ উপসংহার:

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা ভিত্তিক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের দশ বছর (২০২৫-২০৩৫) মেয়াদী কৌশলপত্র দেশের পরিকল্পিত ও টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার একটি সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ। এ কৌশলপত্রের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলার ভৌগোলিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। এ কৌশলপত্রটি নগরায়ন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় সুশৃঙ্খলতা, সম্পদের সুষম বণ্টন, পরিবেশ সংরক্ষণ, এবং জনকল্যাণমূলক অবকাঠামো উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সংযোগ স্থাপন, জলাশয় সংরক্ষণ, কৃষিজমি সুরক্ষা, এবং জনসংখ্যার চাপ নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাহিদার বাইরে বাস্তব চাহিদা ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

সামগ্রিকভাবে, এই দশ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র বাংলাদেশের টেকসই নগরায়ন ও উন্নয়নের একটি নির্দিষ্ট রোডম্যাপ হিসেবে কাজ করবে, যা বৈশ্বিক পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ যেমন জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি বাসযোগ্য, সুষম, এবং পরিবেশবান্ধব নগর জীবন প্রতিষ্ঠা করতে এটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এই কৌশলপত্রটি বাস্তবায়িত হলে শুধু বর্তমান প্রজন্ম নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও একটি সমৃদ্ধ, টেকসই ও পরিবেশগত ভারসাম্যপূর্ণ দেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অধিশাখা-৩

বিষয়: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দশ বছর (জুলাই, ২০২৫-জুন, ২০৩৫) মেয়াদী কৌশলপত্রের নীতিগত অনুমোদনের জন্য পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: মোঃ নজরুল ইসলাম, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
তারিখ	: ০৩.০৭.২০২৫
সময়	: সকাল ১১:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা: **পরিশিষ্ট-ক।**

২.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভার মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)-কে অনুরোধ জানান। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত দশ বছর (জুলাই, ২০২৫-জুন, ২০৩৫) মেয়াদী কৌশলপত্রটি উপস্থাপনের অনুরোধ করেন। অতঃপর নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দশ বছর (জুলাই, ২০২৫-জুন, ২০৩৫) মেয়াদী কৌশলপত্রটির উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। উক্ত উপস্থাপনায় কৌশলপত্র প্রণয়নের পটভূমি, প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অগ্রাধিকার নির্ধারণের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়। এ কৌশলপত্রে প্রথম পর্যায়ে (জুলাই ২০২৫-জুন ২০৩০) ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলার পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ দেশের বিভাগীয় ও পুরাতন জেলাসমূহ নিয়ে মোট ২২টি প্রকল্প এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে (জুলাই ২০৩০-জুন ২০৩৫) অপেক্ষাকৃত নতুন ও ১৯৮৪ সালে সৃষ্ট জেলাসমূহ নিয়ে মোট ৩৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.০ আলোচনা:

৩.১ উপস্থাপনা শেষে কৌশলপত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) সভাকে অবহিত করেন যে, দশ বছর মেয়াদী এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে জুন, ২০৩৫ নাগাদ সমগ্র বাংলাদেশকে কৌশলগত পরিকল্পনার আওতায় আনা সম্ভব হবে।

৩.২ সভাপতি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দশ বছর মেয়াদী এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের "জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫" অনুমোদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন এবং আইনটি অনুমোদনের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়াও সভাপতি মহোদয় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের বিষয়েও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখাকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

অ:পৃ:দ্র:

৪.০ বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ গৃহীত হয়:

৪.১ জরুরী ভিত্তিতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত খসড়া "জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫" অনুমোদনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৪.২ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দশ বছর (জুলাই, ২০২৫-জুন, ২০৩৫) মেয়াদী কৌশলপত্রটি নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হলো।

৫.০ আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

G:\Notice\সভার কার্যবিবরণী\hudd\minutes 03 07 25.doc